RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৭, সংখ্যা: ১৭, কোচবিহার, শুক্রবার, ২৫ আগস্ট - ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ Vol: 27, Issue: 17, Cooch Behar, Friday, 25 August - 7 September, 2023, Pages: 8, **Rs. 3**

সিতাই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আবার হলেন সঙ্গীতা রায় বসুনিয়া

পার্থ নিয়োগী: ফের সিতাই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির চেয়ারে বসলেন সঙ্গীতা রায় বসুনিয়া। গত ১১ আগস্ট ফের তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য সিতাই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হলেন। উল্লেখ্য তিনি কোচবিহার জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভানেত্রী। সঙ্গীতা দেবীর স্বামী জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া সিতাইয়ের বিধায়ক। দ্বিতীয়বারের জন্য এই পদে বসে দলের জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এদিন সঙ্গীতা রায় বসুনীয়া।

সমাজসেবায় স্বাধীনতা দিবস পালন কোচবিহার পঞ্চরঙ্গী ইউনিটের

পার্থ নিয়োগী: সারা বছর সমাজসেবায় নিয়োজিত থাকে কোচবিহার পঞ্চরঙ্গী ইউনিট। তার অন্যথা হল না এবারের স্বাধীনতা দিবসেও। সকাল ৯ টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে ক্লাবের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর বিশেষভাবে সক্ষম ১৫ জন ব্যক্তিকে ট্রাইসাইকেল প্রদান করা হয়। ট্রাইসাইকেল তুলে দেন ডিএসপি ট্রাফিক প্রদীপ সরকার, কোতয়ালি থানার আইসি অমিতাভ দাস। এরপর সারাদিন ধরে ক্লাবের তরফে চলে বিনামূল্যে রক্ত পরীক্ষা। পঞ্চরঙ্গী ইউনিটের তরফে অনাথ সরকার বলেন, এভাবেই মানুষের পাশে তারা থাকতে চান।

ধূপগুড়িতে প্রচারে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর

নিজস্ব সংবাদদাতা,জলপাইগুড়ি: ভোটের দিন যতই এগিয়ে আসছে ততই সব রাজনৈতিক দল প্রচারের ঝড় তুলছে। ধূপগুড়িতে উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীর হয়ে প্রচার করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। সোমবার দুপুরে মতুয়া সংগঠনের তরফে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে একটি র‍্যালির আয়োজন করা হয়। সেই র‍্যালিতে যোগ দেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। ধূপগুড়ি বাস টার্মিনাস এলাকা থেকে শহরের নেতাজি পাড়া হয়ে একটি বেসরকারি ভবনে শেষ হয় র‍্যালিটি। প্রার্থী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলীয় কোন্দলের বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, সকলেরই টিকিট পাওয়ার একটা আশা থাকে। টিকিট বিতরণ পর্যন্ত এরকমটা হবেই। এখন সব সমস্যা মিটে গেছে আমরা জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ আশাবাদী। ধূপগুড়ি উপনির্বাচনে এবার বিজেপি ফের জয়লাভ করতে চলেছে বলে দাবি মন্ত্রীর।

কোচবিহারে আইনজীবীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার বার অ্যাসোসিয়েশনে এসে আইনজীবীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকার করলেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক এবং কোচবিহারের দুই বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে এবং সুকুমার রায়। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে পাশে পেয়ে বার অ্যাসোসিয়েশনের বেশ কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরে বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। অ্যাসোসিয়েশনের ভবন সংস্কারের জন্য স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের কাছে বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা সাহায্য চাইলে ৮০ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। একইসঙ্গে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে বিধায়ক তহবিল থেকেও প্রয়োজনের অর্থ বরাদ্দ করার আশ্বাস দেন। একইসঙ্গে বার অ্যাসোসিয়েশনের উন্নয়নের পাশাপাশি কোচবিহার জেলার স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নয়নের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা।

কোচবিহারে পালিত হল প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্মদিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে ভারতরত্ন তথা ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ৮০ তম জন্মদিবস পালন করল কোচবিহার জেলা কংগ্রেস সেবা দল। এদিন জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে রাজীব গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয় তারপর মিছিল করে স্টেশন মোড় এলাকায় রাজীব গান্ধীর মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয় ও প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর স্মৃতিচারণ করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা কংগ্রেস সেবা দলের সভাপতি সুব্রত মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্য নেতা নেত্রীরা।

লোকালয়ে ময়ূর শোরগোল এলাকায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: বাসন্তীরহাটে লোকালয়ে ময়ূর শোরগোল এলাকায়। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে শনিবার বিকেল তিনটে নাগাদ হঠাৎ করে দিনহাটা-২ নম্বর ব্লকের সংশ্লিষ্ট এই এলাকায় লোকালয়ে চলে আসে একটি ময়ূর। স্থানীয় এক ব্যক্তি বলেন তিনি টাইমকলে জল নিচ্ছিলেন তখন তার মাথার উপর দিয়ে ময়ূরটি উড়ে তার বাড়ির গাছে মগডালে বসে। এই খবর চাউর হতেই ভিড় জমায় স্থানীয় বহু মানুষ। এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায়।

সভাধিপতি নিয়ে চমক নতুন সভাধিপতি হলেন জেলা পরিষদের সুমিতা বর্মন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: চৈতি বর্মন বড়ুয়া, শিখা দাস এদের মতন হেভিওয়েট সদস্য থাকতেও কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদে চমক। কোচবিহার-১ নং ব্লকের সুমিতা বর্মন হলেন সভাধিপতি। সুমিতা বর্মনের স্বামী জ্যোতির্ময় দাস কোচবিহার-১ নং ব্লকের তৃণমূলের সভাপতি পদে আছেন। জ্যোতির্ময়বাবু জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের ঘনিষ্ঠ। সে অর্থে সভাধিপতি জেলা সভাপতির কাছের লোক বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। অনেকেই আবার সভাধিপতি হবার ক্ষেত্রে জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের ঠান্ডা মাথার জয় দেখছেন। এমনিতেই বহু গোষ্ঠীতে বিভক্ত কোচবিহার জেলা তৃণমূল। সেখানে এত সুন্দরভাবে সভাধিপতি নির্বাচন অভিজিৎ দে ভৌমিকের রাজনৈতিক বিচক্ষণতার জয় হিসেবে দেখেছেন রাজনৈতিক মহল। নতুন সভাধিপতি সুমিতা বর্মন বলেছেন পুরনো চলতে থাকা কাজ শেষ করাই তার প্রাধান্য পাবে।

চন্দ্রযান থ্রিয়ের সফল অবতরণের কামনায় মহাযজ্ঞ কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: চন্দ্রযান থ্রিয়ের সফল অবতরণের কামনা করে মহাযজ্ঞের আয়োজন করল কোচবিহারের আস্থা ফাউন্ডেশন নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। বিজ্ঞানের সফলতার কামনায় এইদিন এই সংস্থার পক্ষ থেকে কোচবিহার -১ নম্বর ব্লকের মদনমোহন কলোনিতে এক যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। সম্প্রতি রাশিয়ার চন্দ্রযান লুনা চাঁদের মাটিতে অবতরণের আগেই নষ্ট হয়ে যায়। ভারতের চন্দ্রযান-২ চাঁদের মাটিতে পৌঁছানোর কয়েক মুহূর্ত আগে ইসরো সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বিক্রমের। সাফল্যের শেষ পর্যায়ে এসেও ব্যর্থ হয় চন্দ্রযান-২ মিশন। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বর্তমানে ভারত তথা গোটা বিশ্বের নজর রয়েছে চন্দ্রযান থ্রিয়ের দিকে। চন্দ্রযান থ্রি যেন চাঁদের মাটিতে সফলভাবে অবতরণ করতে পারে সেই কামনা করেই করা হয় এই মহাযজ্ঞ।

উত্তপ্ত শীতলকুচি কলেজ চত্বর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ২ গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত শীতলকুচি কলেজ চত্বর। জানা গিয়েছে মারধরের ঘটনায় মাথা ফাটে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এক সদস্যের। এমনকি মারধরের এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এদিন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কোচবিহার জেলা সভাপতি অনির্বাণ সরকার শীতলকুচি কলেজে গেলে কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিক্ষুব্ধ সদস্যরা তাকে গো ব্যাক, চোর স্লোগান দেয়। এরপরেই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বাকবিতণ্ডা থেকে হাতাহাতি ও মারধর শুরু হয় বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্য আহত হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শীতলকুচি থানার পুলিশ। পরে পুলিশ লাঠি চার্জ করে ছত্রভঙ্গ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

নদী ভাঙনে আতঙ্কে ঘুম উড়েছে বাসিন্দাদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: গদাধর নদীর ভাঙনে আতঙ্কে ঘুম উড়েছে তুফানগঞ্জ-১ নম্বর ব্লকের দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের সরকারপাড়া এলাকার বাসিন্দাদের। ইতিমধ্যেই নদীগর্ভে চলে গিয়েছে তুফানগঞ্জ-১ নম্বর ব্লকের দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের সরকারপাড়া এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়ি এবং একটি মন্দির। নদীগর্ভে চলে যেতে বসেছে এলাকার একমাত্র চলাচলের রাস্তা। এই অবস্থায় নদীর গ্রাসে অসহায় অবস্থায় রয়েছেন স্থানীয়রা। কয়েক বছরের নদী ভাঙ্গনের ফলে নদীগর্ভে চলে গিয়েছে চাষের জমি। ধীরে-ধীরে নদী জনবসতি এলাকায় প্রবেশ করছে বলে জানান এলাকাবাসীরা। আর এই কারণেই আতঙ্কিত বোধ করছে তারা।

স্থানীয়দের অভিযোগ বারংবার নেতা, মন্ত্রীরা এসে প্রতিশ্রুতি দিলেও হয়নি কাজের কাজ। কবে নদী ভাঙ্গন ঠেকাতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করবে সেই অপেক্ষায় রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে এই বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

দিনহাটার-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হলেন তপতি রায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির দায়িত্বভার বুঝে নিলেন নতুন সভাপতি তপতি রায় ও সহ-সভাপতি হাবিবুর রহমান। বুধবার দুপুর বারোটা নাগাদ দিনহাটা-১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির অফিস ঘরে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সভাপতি ও সহ-সভাপতি এই দায়িত্বভার বুঝে নেন। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে করুণাকান্ত বর্মণ, জেলা পরিষদের সদস্য শ্রাবণী ঝা, নুর আলম হোসেন।

পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি হাবিবুর রহমান জানান,আগামী পাঁচ বছর ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় যাতে সর্বস্তরের মানুষের কাছে উন্নয়নকে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় সেই চেষ্টা করব। সমিতির সকল সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে এই কাজ করব। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির দায়িত্বভার বুঝে নেওয়ার পর তপতি বর্মন জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা মানুষের কাছে আরও বেশি করে পৌঁছে দিতে কাজ করব।

দলীয় পতাকা পুড়িয়ে ফেলার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: তুফানগঞ্জ-১ নম্বর ব্লকের নাককাটিগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০৪ নম্বর বুথে রাতের অন্ধকারে বিজেপির দলীয় পতাকা পুড়িয়ে ফেলার অভিযোগ উঠলো তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। অভিযোগ পঞ্চায়েত নির্বাচনে ওই

অঞ্চলে ২০৪ নং বুথ সহ মোট ১১ টি আসনে জয়লাভ করে বিজেপি। ২০৪ নং বুথেও জয়লাভ করে বিজেপি প্রার্থী লিপিকা সরকার। লিপিকা সরকারের অভিযোগ নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই এলাকায় সন্ত্রাস চালাচ্ছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। গতকাল রাতে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বিজেপির দলীয় পতাকা ছিড়ে এবং পুড়িয়ে ফেলে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

ফারাক্কা ব্রিজে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকের ধাক্কা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মুর্শিদাবাদ ও মালদা: দুর্ঘটনা ফারাক্কা ব্রিজের উপরে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ১৪ চাকার একটি ট্রাক ফারাক্কা ব্রিজে ডাউন লাইনে চলন্ত মালগাড়িকে ধাক্কা মারে। ইমারজেন্সি ব্রেক করে মালগাড়ির চালক ডাউন লাইনে উপর দাঁড়িয়ে যায়। মঙ্গলবার ভোরের এই ঘটনাটি ঘটে বলে জানা যায়। মালদা থেকে ফারাক্কার দিকে যাচ্ছিল মালগাড়িটি। ট্রাকটিও মালদা থেকে ফারাক্কার দিকে যাচ্ছিল সেই মুহূর্তে ফারাক্কা থেকে মালদার দিকে একটি ট্রাক্টর আসছিল। লরিটি ব্রিজের উপর দিয়ে দ্রুতগতিতে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে ট্রাক্টরকে ধাক্কা মারে। তারপরেই তার গতি নিয়ন্ত্রণ না করতে পেরে ব্রিজের রেলিং ভেঙে দিয়ে ডাউন মালগাড়িতে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। এলাকাতে

তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় ও যান চলাচল ব্যাহত হয়। ঘটনাস্থলে সিআইএসএফের ও পুলিশ কর্তারা আসেন বলে জানা গিয়েছে।

ট্রাক ও ট্রাক্টর একেবারে দুমড়ে গিয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান।

ময়না কাঠের শক্তিপূজোর মাধ্যমেই বড়দেবীর পুজোর সূচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহারের মানুষের অগাধ আস্থা ও শ্রদ্ধা রয়েছে কোচবিহার রাজ আমলে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী বড়দেবীকে নিয়ে। কোচবিহারের দুর্গাপুজো বলতে বড়দেবীর পুজো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং এই পুজোর প্রচুর রীতিনীতি রয়েছে, তার মধ্যে প্রথম এবং প্রধান রীতি হলো শক্তি কাঠের পুজো। বৃহস্পতিবার কোচবিহার ডাঙ্গরআই মন্দিরে শক্তি পূজোর মাধ্যমে বড়দেবীর পুজোর সূচনা হলো। শক্তি অর্থাৎ মেরুদন্ড, বিশেষ প্রজাতির কাঠ থেকে এই মেরুদন্ড নির্মাণ করা হয় বড়দেবীর। ময়না কাঠ। এই কাঠে মন্ত্রের মাধ্যমে শক্তি স্থাপন করেন রাজপুরোহিত হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। সম্পূর্ণ পুজোর সময় দু'ঘন্টার উপরে। ফল, ফুল দিয়ে শক্তিদন্ডকে বোধন করা হয়। স্নান করিয়ে নতুন বস্ত্র পড়ানো হয়। এই শক্তিদন্ড ডাঙ্গরআই মন্দির থেকে নিয়ে যাওয়া হয় মদনমোহন মন্দিরে। সেখানে একমাস যাবৎ পুজো হয়। রাজপুরোহিত বলেন, এই পুজোয় বলিপ্রথা প্রচলিত আছে। মূলত শক্তি পুজোয় রক্তের প্রয়োজন হয় রাজ বিধি মেনে। বর্তমানে কবুতর বলি দেওয়া হয়। একমাস পুজো হওয়ার পরে এই কাঠ চলে যায় মায়ের মেরুদণ্ড হিসেবে স্থাপিত হতে। এই কাঠের ওপর ভিত্তি করেই গোটা মূর্তিটি তৈরি হয়। মদনমোহন বাড়ি থেকে এই শক্তিদন্ড চলে যায় বড়দেবী মন্দিরে। সেখানেই নির্মাণ হয় বড় দেবী। শ্রাবণের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে পুজো হয় ময়নাকাঠের। কিন্তু চলতি বছর শ্রাবণ মাস মলো মাস হওয়ার কারণে এই পুজো ভাদ্র মাসে করা হলো। এই পুজোকে বলা হয় যুগচ্ছেদন। কৃষ্ণ অষ্টমীতে দেবীবাড়িতে পুজো শুরু হয়। রাধা অষ্টমী তিথিতে বড়দেবীর মন্দিরে যাবে ময়নাকাঠ এবং সেখানেই মূর্তি নির্মাণ শুরু হবে। তারপরে পুজোর সময় পুজো হবে দেবীর। আজ সন্ধ্যায় দুয়ার বক্সী ঢাক বাজনা সহকারে পুজো হয়ে এই ময়নাকাঠ মদনমোহন বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে। বড়দেবীর পুজো কবে শুরু হয়েছিল তা বলা একপ্রকার অসম্ভব। তবে আনুমানিক প্রায় ৫৪৬ বছর আগে এই পুজোর সূচনা করেন কোচবিহারের মহারাজা। স্বপ্নাদেশে বড় দেবীর মূর্তি কোষ্ঠী পাথর খুঁজে পান কোচবিহারের মহারাজা, তারপর থেকেই নিয়ম-নীতি নিষ্ঠা সহকারে এই পুজো হয়ে আসছে।এছাড়াও রয়েছে রাজ আমলের পুথি। লেখা রয়েছে পুজোর সমস্ত নিয়মকানুন এবং আচার,অনুষ্ঠান। এই পুথির উপর ভিত্তি করে কোচবিহার মদনমোহন বাড়ি সহ দেবত্র ট্রাস্টবোর্ডের সমস্ত দেবদেবীর পুজো সম্পন্ন হয়। এদিনও তার অন্যথা হয়নি। কোচবিহারের রাজ পুরোহিত বলেন, এই পুথি সমস্ত নিয়ম নীতির আচার অনুষ্ঠানের একমাত্র পাথেয়। এই পুথীর নিয়ম মেনেই ময়না কাঠ সহ বড়দেবী এবং সমস্ত দেব-দেবীর পুজো অনুষ্ঠিত হয়। মদনমোহন বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত ভবানী মূর্তির আদলে তৈরি হয় বড় দেবী। এক সময় জঙ্গলে ঘেরা কোচবিহারে ময়নাকাঠের অভাব ছিল না, কিন্তু সম্প্রতি এই কাঠের অভাব দেখা দিয়েছে। দেবত্র ট্রাস্টবোর্ড ময়নাকাঠ অর্থাৎ ময়না গাছের চারা লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এনবিএসটিসির এমপ্লয়েজ ইউনিয়নের স্মারকলিপি প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ১১ দফা দাবির ভিত্তিতে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থায় স্মারকলিপি জমা দিল নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়েজ ইউনিয়ন। বুধবার সংগঠনের নেতৃত্বরা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার সদর দপ্তরে গিয়ে অবস্থান বিক্ষোভের পাশাপাশি একটি স্মারকলিপি জমা দেয়। এদিনের দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা যে বেসরকারিকরণের পথে এগোচ্ছে তা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। কন্ট্রাকচুয়াল কর্মীদের অবিলম্বে স্থায়ীকরণের ব্যবস্থা করতে হবে সহ একাধিক দাবিতে এদিন তারা এই স্মারকলিপি জমা দেন।

নিশীথ গড়ে বিজেপির প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভেটাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে দায়িত্বভার বুঝে নিলেন প্রধান সহ মোট ১২ জন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের ৬ জন পঞ্চায়েত সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন। আজ ভেটাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বিজেপির প্রধান প্রিয়াঙ্কা সরকার দে ও উপপ্রধান দীপক চন্দ্র বর্মন তাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এদিন ভেটাগুড়ি-২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় সাজিয়ে তোলা হয়। দায়িত্বভার গ্রহণের পর ভেটাগুড়ির প্রধান এবং উপপ্রধান বলেন তাদের দায়িত্ব তারা যথাযথভাবে পালন করবেন।

মালদায় ছুটে এলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: মিজোরামে নির্মীয়মান রেলসেতু ভেঙে মালদার ২৩ জন পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার মালদায় ছুটে এলেন রাজ্যপাল। শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ মালদায় পৌঁছলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। জানা গিয়েছে মিজোরাম দুর্ঘটনায় মৃত মালদার পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি। তাই রাজ্যপাল স্টেশনে নেমেই সোজা রওনা দিলেন দুর্ঘটনায় মৃত শ্রমিকদের বাড়ির উদ্দেশ্যে।

ভেড়া ধান খাওয়ায় বচসা, গুলিবিদ্ধ ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফের শুটআউট কোচবিহারের শীতলকুচিতে। গুলিবিদ্ধ হলেন এক মহিলা। বুধবার শীতলকুচির পাঠানতুলি এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, খেতের ধান ভেড়ায় খেয়ে নেওয়াকে কেন্দ্র করে ঝামেলার সূত্রপাত। গুলিবিদ্ধ মহিলার নাম রোশনা বিবি (৩৫)। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ। এদিন খেতের ধান ভেড়ায় খেয়ে নেওয়াকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়। সেইসময় এক প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীকে লক্ষ্য করে গুলি করে বলে অভিযোগ। ঘটনায় রোশনা বিবির পায়ে গুলি লাগে। তাঁকে জখম অবস্থায় উদ্ধার করে শীতলকুচি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর কোচবিহারে রেফার করা হয় তাঁকে বলে জানা গিয়েছে। শীতলকুচি থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে।

চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য দিনহাটার ত্রিমোহিনীতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনে দুপুরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য দিনহাটার ত্রিমোহিনীতে। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে ত্রিমোহিনী পরানেরছড়া এলাকার বাসিন্দা ব্রজেন্দ্র নাথ অধিকারীর বাড়িতে বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটা নাগাদ ঘটে এই চুরির ঘটনা। তিনি অভিযোগ করে বলেন, আমি বাড়ির প্রত্যেকটি ঘরে তালা লাগিয়ে বাড়ির বাইরের গেটে তালা বন্ধ করে বালিকা গিয়েছিলাম। সেখান থেকে কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ি ফিরে এসে বাড়ির বাইরের গেটের তালা খুলে বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই চক্ষু চরকগাছ। তিনি দেখেন তার বাড়ির একটি ঘরের দরজা খোলা অবস্থায় রয়েছে এবং তিনি তৎক্ষণাৎ ঘরে ঢুকে দেখেন ঘরের ভেতরে আলমারির কাগজপত্র এলোমেলো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পাশাপাশি তিনি তৎক্ষণাৎ বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন বাড়িতে থাকা অপর একটি ঘরের দরজাও খোলা। এরপর তিনি বুঝতে পারেন তার বাড়িতে চুরি হয়েছে এবং তিনি তার বাড়ি লাগোয়া পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ডাক দেন এবং ঘটনার কথা জানান। এদিন সংবাদমাধ্যমে আরও অভিযোগ করে বলেন, তিনি পেশায় একজন ব্যবসায়ী। তার ব্যবসার এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা আলমারিতে ছিল সেই টাকা চুরি গিয়েছে।

দিনহাটায় বিজেপি নেতার বাস ভাঙচুরের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: স্বাধীনতা দিবসের দিনেও বাদ গেল না রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা। দিনহাটায় বিজেপির জেলা সম্পাদকের বাস ভাঙচুরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনায় একজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিজেপির জেলা সম্পাদক জয়দীপ ঘোষ। অভিযোগ সকালে উদয়ন গুহের নির্দেশে তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতিরা জয়দীপ ঘোষের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তার বাসে ভাঙচুর চালাতে থাকলে তার নিরাপত্তারক্ষীরা সেখানে গিয়ে একজনকে ধরে ফেলে এবং সে স্বীকার করে নিয়েছে তাকে গাড়ি ভাঙচুর করার জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছিল। উদয়ন গুহর ঘনিষ্ঠরাই তাকে ডেকেছে গাড়ি ভাঙচুর করার জন্য। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। জয়দীপ ঘোষ জানান, এর আগেও বহুবার তার গাড়িতে হামলা চালানো হয়েছিল। গতকাল জাতীয় পতাকা নিয়ে দিনহাটা শহরে বিজেপির পক্ষ থেকে একটি মিছিল করা হয়েছিল সেই কারণেই আজ উদয়ন গুহর গুন্ডাবাহিনী তাকে না পেয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তার বাসে হামলা চালায়।

মাছ চুরিকে কেন্দ্র করে বিবাদ,ছুরিকাহত ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দিনহাটার বুড়িরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের খট্টিমারি এলাকায় পুকুর থেকে মাছ চুরির ঘটনার প্রতিবাদ জানানোয় নারায়ণ মোদক নামে এক ব্যক্তির পেটে ছুরি মারার অভিযোগ সুশান্ত দাস নামে স্থানীয় এক বাসিন্দার বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়। গুরুতর আহত অবস্থায় নারায়ণ মোদককে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে তাকে সেখান থেকে কোচবিহারে রেফার করা হয়। এদিন ওই আহত ব্যক্তিকে দেখতে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে যান উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। পুলিশ জানায় সুশান্ত দাসের বিরুদ্ধে পুকুর থেকে মাছ চুরির অভিযোগ ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দারা নারায়ণ মোদককে সঙ্গে নিয়ে অভিযুক্ত সুশান্ত দাসের বাড়িতে গেলে সুশান্ত দাস নারায়ণ মোদককে চাকু মারে। গুরুতর আহত অবস্থায় নারায়ণ মোদক কোচবিহার মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন রয়েছে। অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

পঞ্চায়েত ভোট মিটতেই ফের তৃণমূলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: পঞ্চায়েত ভোটের আগে মন্ত্রী উদয়ন গুহর উপর একাধিক অভিযোগ তুলে তৃণমূল ছেড়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন দিনহাটা-১ নং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি মফিজুল হক। কিন্তু পঞ্চায়েত ভোটপর্ব মেটার এক মাস কাটতে না কাটতেই পুনরায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহের হাত ধরে তৃণমূলে ফিরলেন সদ্য দল ত্যাগ করা

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন ১ নং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মফিজুল হক। এদিন মন্ত্রী উদয়ন গুহ তার হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। পতাকা তুলে নেয়ার পর মফিজুল হক জানান তিনি মান অভিমান করে ক্ষোভের কারণে দল ছেড়েছেন তবে বিজেপিতে যোগ দিয়ে বিজেপির কোন কর্মসূচিতে তিনি অংশগ্রহণ করেননি। মফিজ আরো জানান, বিজেপি একটা সাম্প্রদায়িক দল তাই সেখানে কারো থাকা সম্ভব নয়। মন্ত্রী উদয়ন গুহ জানান, দল ছাড়ার সময় মফিজুল হক মান অভিমান করে যে সমস্ত কথা বলেছে সেগুলি তার মনের কথা নয়। এখন সে তার ভুল বুঝতে পারায় তাকে পুনরায় দলে নেওয়া হলো।

আলিপুরদুয়ারে হাতির মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের সাতালি মন্ডলপাড়ায় এক দাঁতাল হাতির মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে এলাকার এক ধান খেতে এক পূর্ণবয়স্ক দাঁতাল হাতির মৃতদেহ দেখতে পায় স্থানীয়রা। এরপরই খবর দেওয়া হয় বনদপ্তরকে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছেন বনদপ্তরের আধিকারিকরা। তবে কী কারণে মৃত্যু হয়েছে এই হাতির, তা এখনও পরিষ্কার নয়। হাতির সুরটি জমিতে থাকা ব্লেডওয়ার বা কাটা তারে আটকে রয়েছে। মৃত

হাতিটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ হাতি বলে জানা গিয়েছে। এলাকার বাসিন্দারা জানান, হাতির মৃত্যু স্বাভাবিক নয় এটি অস্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে হচ্ছে। ঘটনাস্থলে বনদপ্তরের প্রাণী চিকিৎসক ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। হাতির মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করা হবে বলে জানা গিয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। এদিন হাতির মৃতদেহ দেখতে এলাকায় প্রচুর মানুষ ভিড় জমায়।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের যাদবপুরের ঘটনায় ধিক্কার মিছিল দিনহাটায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: যাদবপুরের ঘটনায় দিনহাটা কলেজে ধিক্কার মিছিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের। বৃহস্পতিবার দুপুর একটা নাগাদ দিনহাটা কলেজ চত্বরে ধিক্কার মিছিল করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দিনহাটা কলেজ ইউনিটের সদস্যরা। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অভিযোগ গতকাল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি সহ এক প্রতিনিধিদল শান্তিপ্রিয় ডেপুটেশন দিতে যায় তখন বামপন্থী আশ্রিত এসএফআই-এর গুন্ডাবাহিনী তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উপর আক্রমণ করে। সেই কারণে প্রতিবাদ জানিয়ে দিনহাটা কলেজে ধিক্কার মিছিল করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। উপস্থিত ছিলেন ছাত্রনেতা আমির আলম, মিরাজ আলম, নিজামুদ্দিন সরকার, রানা হক, মুস্তাফিজুর রহমান, বাপ্পি হোসেন আনারুল হক, আব্দুল মান্নান, জসিম আলী, আলামিন খান।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: বালাপুকুরী কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করলেন বিধায়ক। বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ এই প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করলেন সিতাই বিধায়ক জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। এদিন সেখানে তিনি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিতাই ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অমিত কুমার মণ্ডল, কোচবিহার জেলা পরিষদ সদস্য বিন তুষলক মিয়া ছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। এদিন বিধায়ক বক্তব্য রাখতে গিয়ে সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, এই বর্জ্য জমা হয়ে সেখান থেকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় জৈব সার তৈরি হবে এবং সেই সার কৃষিকাজে ব্যবহার করা যাবে।

ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহারের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর বাড়িতে গিয়ে তাদের সাথে কথা বললেন কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, তার সাথে উপস্থিত ছিলেন ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সহ ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। কতদিন ধরে রোগী জ্বরে আক্রান্ত জানতে চান চেয়ারম্যান। তিনি পৌরকর্মীদের নির্দেশ দেন ডেঙ্গু আক্রান্ত বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার পাশাপাশি পরিবারের সকলকে ডেঙ্গু টেস্ট করানোর। ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের কাছে তিনি অনুরোধ করেন প্লাস্টিক আবর্জনা ড্রেনের মধ্যে যেন না ফেলেন। তিনি আরও বলেন, নাগরিকরা পৌরসভাকে সাহায্য না করলে পৌরসভার পক্ষে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সম্ভব হবে না।

সম্পাদকীয়

মনে মণিপুর

ভারতের পূর্বের ঐতিহাসিক রাজ্যের নাম মণিপুর। ঐতিহাসিক চরিত্র চিত্রাঙ্গদার জন্মভূমি। আজ সাম্প্রদায়িকতার উত্তাপে বেশ কয় মাস হল উত্তর ও পূর্বের সুন্দর রাজ্যটি উত্তপ্ত। কিন্তু কেন এমন হল? একদিনে এমন অবস্থা হয়নি। গত কয়েক বছর হল মায়ানমার থেকে প্রচুর কুকি সম্প্রদায়ের মানুষ মণিপুরে বাসস্থান করেছেন। কিভাবে তারা সীমান্ত টপকে এল? আসাম রাইফেলস তবে সীমান্তে কি কাজ করছিল? মেইতে আর কুকি দুই সম্প্রদায়ের হাতে প্রচুর বেআইনি অস্ত্র এল কিভাবে? নিশ্চই একদিনে অস্ত্র পায়নি কেউ। কারা এই বেআইনি অস্ত্র সরবরাহ করেছিল দুই সম্প্রদায়ের হাতে? আর এই ধরনের ঘটনা মণিপুরে প্রথম নয়। কয়েক বছর আগেও রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতিরা জাতীয় সড়ক কয়েকমাস ধরে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। প্রতিবেশী রাষ্ট্র মায়ানমারের ড্রাগ মাফিয়ারাও সক্রিয় মণিপুরে। চিনের মদতের কথাও শোনা যাচ্ছে। তাই শুধু মেইতেদের উপজাতি করণের জন্যই এই অশান্তি এত সহজ ভাবলে ভুল হবে। মণিপুরের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা নিয়ে সামগ্রিকভাবে ভাবতে হবে রাজ্য সরকারের। সামাজিক বন্ধনের দিকে নজর দিতে হবে। আর সেই সাথে সার্বিক ঐক্যের প্রয়াস নিলে মণিপুর আবার ঠিক পথে আসবে।

কবিতা

বর্ষাপাহাড়

.... নীলাদ্রি দেব

পাহাড় সমান কোনও পাহাড় গড়িয়ে
টিকিট সাইজ মানুষ
ওঠে, নামে, ওঠানামা করে
পথের পাশে ঘাস দেখে হেসে ওঠে না
অথচ ঘাসজমির পাশে যে পথ
তাতে হাঁটে, এলোমেলো লাফায়,
আনন্দে
সমান্তরালে নাম না জানা ফুল
জেগে ওঠে, ঘুমায়।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশিস ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ পার্থ নিয়োগী, দেবাশীষ চক্রবর্তী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

গল্প

সিক্সথ সেন্স

..... সুজয় নিয়োগী

শেষ পর্ব

--আরে এক্ষুনি প্রতীক ঢুকবে না? তুমি ওদের কিছুক্ষণ পর আসতে বল। -- তা বলা যায়? -- না বলার কি হল? এখন দুজন মুখোমুখি হলে কি embarrassing situation পরবো বল তো। বলতে বলতেই কলিং বেলের শব্দ। --আমি খুলবো না তুমি যাও। -- আচ্ছা আচ্ছা আমিই যাচ্ছি। অহনার সাথে প্রতীক ঢুকলো ঘরে। অহনা ওকে বসতে বলে। সোহমকে বললো তুমি কথা বল, আমি কফি নিয়ে আসছি। সোহম কি করবে ভেবে উঠতে না পেরে পুটুর সাথে গল্প জুড়ে দিল। --বাবা আমার চকলেট, পুটু বলে উঠলো। প্রতীক পকেট থেকে একটা বড় ডেয়ারি মিল্ক বের করলো, চকলেট নিয়ে ছয় বছরের পুটু বাবার কোলে বসে চকলেটের প্যাকেটটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলো। কিছুক্ষণ সব চুপ। নীরবতা ভাঙ্গলো অহনার কথায়, --কি হল সবাই চুপ যে? ওর দিকে কটমট করে তাকালো সোহম। অহনা সবার হাতে কফি তুলে দিয়ে সোফায় বসলো।

অহনা বেশ বুঝতে পারছে সোহম এখান থেকে কেটে পরতে পারলে বাঁচে, উঠবে উঠবে করে উশখুশ করছে। আত্রেয়ী বলে উঠলো --দাদা তোমাদের কাছে চির ঋণী হয়ে রইলাম। -- অ্যাঁ, বুঝলাম না? কিসের ঋণ? -- কেন বৌদি তোমায় কিছু বলেনি? -- কি বলবে? -- কিচ্ছু না? -- আরে কি বলবে সেটাই তো বুঝছি না। প্রতীক আত্রেয়ীর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো -- আমিই না করেছিলাম সোহমদাকে কিছু জানাতে। --ও, ---জান দাদা, বৌদির জন্য আমরা আবার আমাদের সংসার ফিরে পেলাম। সোহম অহনার দিকে তাকাল, অহনা সোহমের সোফায় রাখা হাতের ওপর হাত রাখলো। আত্রেয়ী বলে চলেছে বৌদি কিভাবে যে আমাদের মধ্যেকার দূরত্ব কাটিয়ে দিল আমরা টেরই পাইনি। আমরা তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ দাদা। কাল আমাদের স্কুল ছুটি, ফাউন্ডেশন ডে, কালকেই প্রতীকদের বাড়ি ফিরে যাচ্ছি, তাই যাওয়ার আগে তোমাদের

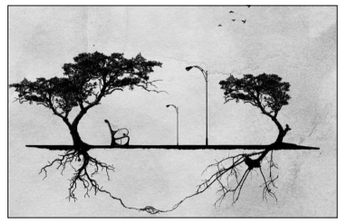

সাথে না দেখা করলে অন্যায় হতো। আর শোন শ্বাশুড়ি মা বলেছেন আগামী রবিবার তোমরা দুজন আমাদের বাড়িতে লাঞ্চ করবে। কি যাবে তো? --অবশ্যই যাব। কি ভালো কথা শোনালে তোমরা, কি বলবো। খুব ভালো থাকো। আমাদের পুটু মামনির কথা ভেবে খুব আনন্দ হচ্ছে। প্রতীক সোহমের হাত ধরে বললো এভাবেই পাশে থেকো দাদা। ওমা আমি কি করলাম সবই তো তোমার বউদি, বিশ্বাস কর আমি কিছুই জানতাম না। জানি, আমরাই ঠিক করেছিলাম তোমায় সারপ্রাইজ দেবো সেইজন্যই তোমায় কিছু বলিনি, তবে তুমি যদি বউদিকে আমাদের টিমে জয়েন করতে না দিতে তবে এমনটা হতো কিনা কে জানে? ভগবানই হয়তো এরকম চেয়েছিলেন।

একদিন একটা প্রোগ্রাম করতে গিয়ে কথায় কথায় বউদি আমার আর আত্রেয়ীর মধ্যে যে সমস্যা চলছে সে বিষয়ে জানতে পারে। তখন থেকেই বউদি আত্রেয়ীর সাথে যোগাযোগ করে কথা শুরু করে, প্রথমদিকে আমি নিজেও জানতাম না তোমাদের ধন্যবাদ জানালে ভুল করবো, সেই জন্যই বললাম এভাবেই পাশে থেকো। সোহম কেমন যেন গোবেচারা গোছের মুখ করে বসে আছে, মনে অস্বস্তি হচ্ছে সেটা অহনা বেশ উপলব্ধি করছে। ওরা চলে যাওয়ার পর দুজনাই অনেকক্ষন চুপ। সোহমের কয়েকটা ফোন এলো। তাই ও ফোনেই ব্যস্ত হয়ে পড়লো। রাতে শুয়ে অহনাই প্রথম নীরবতা ভাঙ্গলো -- তাহলে তোমার সন্দেহ দূর হল? চমকে গেলো সোহম -- কিসের সন্দেহ? -- আমায় আর প্রতীককে নিয়ে?-- এটা আবার কি কথা! কে বললো তোমায় এসব?-- বলতে হয়না, মেয়েদের সিক্সথ সেন্স খুব স্ট্রং, মুখে না বললেও অনেক কিছুই বুঝতে পারে। সোহম উত্তর করল না কিছু? --আমার ওপর তোমার বিশ্বাস চলে গেছে? কি করে ভাবলে তুমি ওসব? এ ক'দিন আমি কিভাবে কাটিয়েছি তা আমিই জানি, গলা বুঝে আসে অহনার। অনেকক্ষন চুপ করে থাকলো দুজনে, হঠাৎ সোহম জড়িয়ে ধরলো, --আমায় ক্ষমা কর, মাঝে মাঝে নিজেকে অপরাধী মনে হয়। সরি সোনা। ক্ষমা কর। প্লিজ। আমি ভুল করেছি, খুব ভুল করেছি, প্লিজ। অনেকদিন পর সোহমকে এমনভাবে কাছে পেলো, ওর শরীরের চেনা গন্ধটা আজ বেশ লাগছে অহনার। কোন কথা না বলে এভাবেই থাকতে ইচ্ছে করছে।

প্রবন্ধ

স্বাধীনতার ৭৫ বছর

..... সোমালী বোস

Life without liberty
25 like a body. TET without spirit'
Kahill Gribnan

আজ আমরা আমাদের ৭৫ তম স্বাধীনতা দিবস উযাপন করছি। প্রায় ২০০ বছর, ব্রিটিশ সরকার ভারত শাসন করেছে। আর আমাদের দেশ, আমাদের গর্ব ভারতকে- স্বাধীন করতে- অনেক সাহসী হৃদয়ে লড়াই করেছে এবং অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছে। নিষ্ঠুর ব্রিটিশদের হাতে নির্মম নির্যাতন, ফাঁসি, বন্দি হওয়ার পর অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দেশ স্বাধীনতা পেল। প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জহরলাল নেহেরু ভারতের পতাকা উত্তোলন করেন এবং ১৫ই আগস্ট- লালকেল্লায় সমস্ত ভারতীদের উদ্দেশ্যে- ভাষণ দেন। এরপর থেকে ঐদিনটি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, অফিস-আদালতে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে উদযাপিত হয়ে থাকে।

মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, লালালাজপত রায়, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ড: রাজেন্দ্র প্রসাদ, মৌলানা আব্দুল কালাম আজাদ, সুখদেব, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক, চন্দ্রশেখর আজাদ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগামীদের মধ্যে রয়েছেন। এদের ছাড়া আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা সম্ভব হোত না। ওনাদের ত্যাগ ও কঠোর পরিশ্রমে আমাদের দেশ আজ ব্রিটিশ শাসনমুক্ত। স্বাধীনতা আমাদের সকলের কাছে এক পরম কাঙ্খিত বিষয়, তাই কবি লিখেছেন "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়"। আজ থেকে প্রায় ৪০০ বছর আগে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে আসে। সে সময় পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ভারতের অংশ ছিল। বাণিজ্যের পাশাপাশি ব্রিটিশরা ভারতীয়দের দারিদ্র্য, অসহায়ত্ব এবং দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শুরু করে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের। অবশেষে ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজ উদ্দৌল্লার পরাজয়ের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়।

এরপর থেকে ভারতবাসীর উপর চলেছে ইংরেজদের শোষণ ও অত্যাচার। দেখা গিয়েছে একের পর এক মহামারি, খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ। ব্রিটিশরা ভারতীয়দের দুর্বলতা ও বাধ্যবাধকতার সুযোগ নিয়ে ভারতীয়দের দাস বানিয়ে নির্যাতন শুরু করে, ঋণ শোধ না করায় অমানবিক শোষণ ও নির্যাতন চালায়। একে একে ব্রিটিশরা রাজ্য ও তাদের রাজস্ব ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে প্রায় সমগ্র ভারতের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন। এরপর শুরু হল দেশের মাটি ফিরে পাওয়ার লড়াই। যুদ্ধ, আন্দোলন আর নিজেদের স্বতন্ত্রতা বাঁচিয়ে রাখার অক্লান্ত চেষ্টা। ব্রিটিশ বন্দিদশা থেকে ভারতবর্ষের মুক্তির স্বপ্ন, আকাঙ্খা আর চাহিদায় দিন গুনেছিলেন প্রতিটা মানুষ। অন্যায়, অত্যাচার সহস্র প্রাণের বলিদানের শেষদিন ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। শহিদের রক্ত বিফলে না যাওয়ার সেই ১৫ আগস্ট, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্পর্ধায় হাজার অপমানের পর নিজের মর্যাদা ফিরিয়ে আনার সেই ভারতবর্ষ আজও সমান মহিমায় উদ্ভাসিত।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর সম্পূর্ণ। স্বাধীন ভারত গণতন্ত্রের, প্রজাতন্ত্রের এবং অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষতায় আজও এক এবং অনন্য। স্বাধীনতা লাভের মাহেন্দ্র- ক্ষনের সেই চিত্র আজও ভোলার নয়। লালকেল্লায় লাহোরি গেটের উপর উত্তোলিত হয় তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা। এরপর থেকে এটি প্রতীকী অনুষ্ঠান হিসেবে পালন করা হয় প্রতি বছর। পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান, কুচকাওয়াজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার মাধ্যমে সারা দেশে ব্যাপক উৎসাহের সঙ্গে দিনটি পালিত হয়। আর ৭৫ বছর মানে দেশের ক্ষেত্রে বেশ আনন্দের একটি বিষয় এবং তার সঙ্গে উদযাপনের প্রস্তুতি।

গর্বের, আবেগের, দেশের কোটি কোটি নাগরিকের পরিচয়ের সেই স্বাধীনতা নানা পথ পেরিয়ে ৭৫ বছর পার করেছে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপন করেছে দেশ। দেশের প্রতিটি নাগরিক বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে বর্ষব্যাপী "আজাদি কা অমৃত মহোৎসব" উদ্যাপন করেছে। দেশ স্মরণ করেছে যাদের রক্ত, ত্যাগ, স্বার্থ বিসর্জন, প্রাণ বলিদানের মাধ্যমে স্বাধীনতার ভিত নির্মাণ হয়েছিল। যেমন মহাত্মা গান্ধী যাঁর আসল নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। যিনি "জাতির জনক" নামে অভিহিত। অহিংস পথে রক্ত না ঝরিয়ে ব্রিটিশ শাসনের শিকড় কিভাবে উপড়ে ফেলা যায় তাঁর পথ দেখিয়েছিলেন গান্ধিজি। "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" এই ডাক দিয়ে পথে নেমেছিলেন, সঙ্গে পেয়েছিলেন লাখ লাখ দেশবাসীকে। ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক হলেন সুভাষচন্দ্র বসু। মহাত্মা গান্ধীর কিছুটা উল্টো পথে হেটেই সশস্ত্র আন্দোলন ও লড়াইয়ের -মাধ্যমে দেশমাতৃকাকে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন এই বাঙালি বীর সন্তান। তাঁর নেতৃত্বে পূর্ণতা পেয়েছিল "আজাদ হিন্দবাহিনী"। তার দৃপ্ত কণ্ঠে, 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব', - এই আহ্বান শতশত তরুণ-তরুণীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশ নিতে। স্বাধীনতা সংগ্রামের অপর উল্লেখযোগ্য নামগুলি হল- ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ মাতঙ্গিনী হাজরা, লক্ষ্মী বাঈ, এবং আরও হাজারো বীর প্রাণ। এইরকম বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু, দেশবন্ধু চিওরঞ্জন, বিনয়-বাদল-দীনেশ এদের ত্যাগের উপর ভর করেই করেই আমরা ৭৫ বছরের স্বাধীনতা উদযাপন করেছি। কবিকে স্মরণ করে আমরা গেয়েছি,

'ভারত আমরা ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার
স্বপ্নগো তোমাতে আমরা লইয়া জনম ধন্য
হয়েছি ধন্য গো।'

দেশজননী ভারতবর্ষের শৃঙ্খলমুক্তির ইতিহাস বড়ই কঠিন, বড়ই- কষ্টাজিত। নজরুল কবি সেই সময়, সেই সংগ্রাম সেই অত্যাচারকে ঝেড়ে ফেলতে ডাক দিয়েছিলেন "কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কররে লোপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী।" ভারতমাতার দুঃসাহসী বীরসংগ্রামীরা আত্মোৎসর্গ দ্বারা মাতৃভূমি, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা সংগ্রামে সহিংস বা অহিংস আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অশেষ দুঃখকষ্ট বরণ করেছেন, নিপীড়ন- নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং মৃত্যুবরণও করেছেন। এহেন স্বাধীনতা ব্রিটিশ রাজশক্তির কৃপা বা অনুগ্রহের দান নয় বরং আদায়কৃত বা অর্জিত।

(চলবে)

দেশি ঢোল নিয়ে বই প্রকাশ

কোচবিহার: দেশি ঢোল নিয়ে সম্প্রতি নির্বাণ প্রকাশনীর কর্নধার স্বপন কুমার সরকারের উদ্যোগে একটি বই পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৭ নং কক্ষে প্রকাশ পেল। বইটির রচয়িতা সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসঙ্গীত বিভাগের অধ্যাপক জয়ন্ত কুমার বর্মন ও বিখ্যাত ঢোলবাদক ধনঞ্জয় রায়। সুন্দর এক ভাওয়াইয়া সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে এদিনের বই প্রকাশ অনুষ্ঠান শুরু হয়। বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডঃ আবদুল কাদের সাফেলি, ডঃ মাধব অধিকারী, ডঃ নীরেন বর্মন, রাধাকান্ত বর্মা, গৌরাঙ্গ সিনহা। এদিনের বই প্রকাশের গুরুত্ব ও অবদান নিয়ে আলোচনা করেন ডঃ আবদুল কাদের সাফেলি, ডঃ মাধব অধিকারী, ডঃ পঙ্কজ কুমার দেবনাথ, রাধাকান্ত বর্মা এবং গৌরাঙ্গ সিনহা। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ছিল ধনঞ্জয় রায় ও তার সহশিল্পীদের চমৎকার ঢোলবাদন।

ইন্দ্রায়ুধের রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা

পার্থ নিয়োগী: নিজেদের ৫০ বছর পূর্তিতে সম্প্রতি কোচবিহার সাহিত্যসভা প্রেক্ষাগৃহে রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণ সন্ধ্যা পালন করল ইন্দ্রায়ুধ। এই অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রায়ুধের মহিলা সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা। রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সম্পা ভট্টাচার্য। নজরুল প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন রিংকু হোড়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইন্দ্রায়ুধের সভাপতি অনুপ মজুমদার। নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশনায় ছিলেন তিয়াসা ঘোষ, দেবস্মিতা ঘোষ, ভরতনাট্যম শিক্ষায়তন, আরএস ক্রিয়েটিভ ডান্স একাডেমি, ছন্দমেলা শিক্ষায়তন। অভিরতি দত্ত এবং তমোঘ্না মজুমদারের উপস্থাপিত আবৃত্তি সকলের প্রশংসা আদায় করে নেয়। ভালো লাগে আবৃত্তি নীড়ের অনুষ্ঠানও। একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন অর্জিতা ঘোষ, সোমা দাস, মল্লিকা ঘোষ, অহনা সরকার, বাসবদত্তা চক্রবর্তী। সমবেত গানে আসর মাত করেন ইন্দ্রায়ুধের তরুণ সদস্যরা। সমবেত যন্ত্র সংগীতে ছিল হেভেন্স ইন্সট্রুমেন্ট। বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ, ছায়ানট নজরুল চর্চা কেন্দ্র, অংকুরোদগম উপস্থাপন করেন কথা, গান, কবিতার চমৎকার কোলাজ। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন অরুন্ধতী নিয়োগী, তমোঘ্না মজুমদার এবং বাসবদত্তা চক্রবর্তী।

ভারী বৃষ্টির ফলে তিস্তায় লাল সংকেত

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: রাতভর একটানা ভারী বৃষ্টি। শুক্রবার বেলা বাড়ার সাথে সাথে করলা নদীর জল ঢুকে পড়ে জলপাইগুড়ি পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ড নেতাজিপাড়া পরেশমিত্র কলোনী এলাকায়। বেশ কিছু বাড়ি জলমগ্ন। সমস্যায় বহু মানুষ। করলা নদীর পাশে স্থায়ী বাঁধ না থাকার কারণেই নদীর জল বেড়ে গিয়ে জল ঢুকে পড়ায় বিপত্তি। গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে জলপাইগুড়ি সহ উত্তরের বেশ কয়েকটি জেলাতেই চলছে ভারী বৃষ্টি। গত চব্বিশ ঘন্টায় জলপাইগুড়িতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৪৩ মিলিমিটার, শিলিগুড়িতে ২২৩ মিলিমিটার, মালবাজারে ৭১.১০ মিলিমিটার। পাহাড় সহ সমতলে লাগাতার ভারী বৃষ্টির কারণে ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ি জেলার তিস্তা, জলঢাকা সহ বিভিন্ন নদীর জলস্তর বাড়ছে। শুক্রবার সকালে জলপাইগুড়ির ফ্লাড ওয়ার্নিং অথরিটি অফিস সূত্রে জানা গেছে, জলঢাকা নদী সংলগ্ন ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক, মেখলিগঞ্জ এবং দোমহনি থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত তিস্তা নদীর অববাহিকায় লাল ও হলুদ সংকেত জারি করা হয়েছে। পাহাড়ে ভারী বৃষ্টির প্রভাব পড়ছে সমতলের নদীগুলোর ওপর। জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার মহকুমার বিভিন্ন পাহাড়ি ঝোরাগুলোতে হড়পাবাণের আশংকা রয়েছে এই কারণে। এর সঙ্গে ওদলাবাড়িতে অবস্থিত তিস্তা ব্যারাজ থেকে বাড়তি ৬০২৮.৭৯ কিউমেক জল ছাড়ার কারণে শুক্রবার বিকেলের দিকে তিস্তা নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাবার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে বলে সেচ দপ্তর সূত্রের খবর। তবে সেচ দপ্তর সূত্রের আরো খবর দোমহনি থেকে বাংলাদেশ বর্ডার অসুরক্ষিত এলাকায় লাল সর্তকতা জারি। পাশাপাশি সুরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা। অপরদিকে জলঢাকা এনএইচ ৩১ সুরক্ষিত এবং অসুরক্ষিত এলাকায় হলুদ সর্তকতার পাশাপাশি মেখলিগঞ্জে হলুদ সতর্কতা।

আরও তথ্যবহুল ভাওয়াইয়া গানের পরানের বন্ধুরা দ্বিতীয় খন্ড

পার্থ নিয়োগী: করোনা আবহে চমৎকার একটি কাজ ভাওয়াইয়াকে নিয়ে শুরু করেছিলেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট ভাওয়াইয়াপ্রেমী আশরাফুজ্জামান বাবু। সেই প্রাচীনকাল থেকে দুই বাংলার ভাওয়াইয়া শিল্পী ও গবেষকদের মলাটবন্দী করার কাজে মেতেছেন তিনি। প্রথম খন্ড জনপ্রিয় হয়েছিল বেশ। সেই সূত্র ধরে তার দ্বিতীয় খন্ড নিয়েও পাঠক মহলে বেশ আশার সঞ্চার হয়েছিল। নিরাশ করেননি আশরাফুজ্জামানবাবু। স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ার্সনকে দিয়ে শুরু করেছেন। এটা নবীন প্রজন্মকে জানতে সাহায্য করবে যে প্রাণের ভাওয়াইয়াকে প্রথম লিখিত রুপ দেন এই গ্রীয়ার্সন। শুধু নাম দিয়েই নয়। গ্রীয়ার্সনের অনেক অজানা তথ্যও তিনি তুলে ধরেছেন। যা পাঠককে সমৃদ্ধ করবে। একে একে কানাইলাল শীল থেকে শুরু করে তুলসী লাহিড়ী, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্দীন, ফুলতি বর্মনের কথাও উঠে এসেছে। যতটা সম্ভব বিস্তারিত তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে আন্তরিক চেষ্টা করেছেন লেখক। তালিকায় উঠে এসেছে সুনীল দাস, ভূপেন হাজারিকা, উপেন্দ্রনাথ বর্মন (উপাসু), হাফিজুর রহমান, বলরাম হাজরার পাশাপাশি আরও নাম। শাশ্বত ভট্টাচার্যের মত বাংলাদেশের বর্তমান ভাওয়াইয়া গবেষকের কাজ তুলে ধরাটা অত্যন্ত মহৎ প্রয়াস লেখকের। রংপুর থেকে কুড়িগ্রাম, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, অসমের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শিল্পীদের কথা সত্যিই সুখপাঠ্য। দুই দেশের বর্তমান প্রজন্মের ভাওয়াইয়া শিল্পীদের তুলে ধরার ক্ষেত্রেও লেখক সমান যত্নশীল।

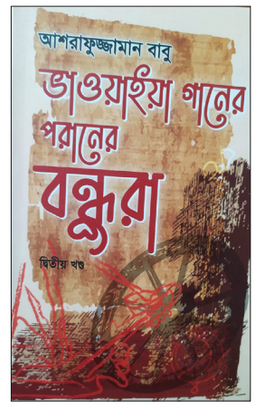

দিনহাটার সংহতি ময়দান চত্বরে গাছ কেটে নেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটা সংহতি ময়দান চত্বরে গাছ কেটে নেওয়ার অভিযোগে চাঞ্চল্য। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা যখন দিনহাটা শহরে বৃষ্টি পড়ছিল ঠিক সেই সময়ের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দুষ্কৃতিরা দিনহাটা শহরের ঐতিহ্যবাহী সংহতি ময়দানের পূর্ব দিকে থাকা প্রায় ২৭ টি গাছ কেটে চুরি করে নিয়ে যায়। এদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন দিনহাটা পৌরসভার চেয়ারম্যান গৌরী শংকর মহেশ্বরী, দিনহাটার থানার পুলিশ ও শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা। এরপর সংবাদ মাধ্যমকে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে দিনহাটা পৌরসভার চেয়ারম্যান বলেন, যারা এই কাজ করেছে খুবই খারাপ কাজ করেছে। তাই আমি পুলিশ প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করবো দ্রুততার সঙ্গে সেই সব দুষ্কৃতিকে যেন অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হয়।

চন্দ্রযান থ্রিয়ের সফলতায় সামিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ৬ ছাত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: চাঁদ ছুঁয়েছে বিক্রম। আর এই সফল উত্তরণের নেপথ্যে যে বিজ্ঞানীরা কাজ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ৬ জন ছাত্র। এরা হলেন কৌশিক নাগ, নিরঞ্জন কুমার, সঞ্জয় দলুই, অমরনাথ নন্দী, সৌমিক সরখেল, মুকুন্দ কুমার ঠাকুর। ছাত্রদের কৃতিত্বে গর্বিত কলেজ। বৃহস্পতিবার বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সেই সাফল্য সেলিব্রেট করলেন অধ্যক্ষ থেকে অধ্যাপকেরা। কয়েক হাজার লাড্ডু বিতরণ হল জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। কলেজের পরিকল্পনা কৃতি ছয় ছাত্র ফিরলে তাঁদের সংবর্ধনায় ভরিয়ে দেওয়া হবে। অপরদিকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ৬ কৃতির সাফল্যের খবর শহরে ছড়িয়ে পড়তেই শহরে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। কর্তৃপক্ষকে সংবর্ধনা জানাতে কলেজে ফুল মিষ্টি নিয়ে ছুটে যান লায়ন্স ক্লাব অফ জলপাইগুড়ি জেনেসিসের সদস্যরা। কলেজে সেলিব্রেশন শেষ করে বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে জলপাইগুড়ি কৃতি ছাত্র কৌশিক নাগের বাড়িতে ছুটে যান জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপাল অমিতাভ রায়। সেখানে পৌঁছে তার মা সোনালী নাগকে অভিনন্দন জানান তারা। সোনালী দেবী জানান, আজ কলেজের প্রিন্সিপাল এসেছিলেন। খুব ভালো লাগছে। আমি চাই কলেজের সব ছাত্রই যেন এভাবে এগিয়ে গিয়ে কলেজের মুখ উজ্জ্বল করে। জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপাল অমিতাভ রায় বলেন, মিশন চন্দ্রযানে আমাদের কলেজের কৌশিক সহ মোট ছয় ছাত্রের সাফল্যে আমরা গর্বিত। আমরা বর্তমান ছাত্রদের তাদের সাফল্যের কথা জানাতে শুরু করেছি। এই সাফল্য বর্তমান ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করবে।

ফের জলমগ্ন শিলিগুড়ির অশোকনগর এলাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: ফের জলমগ্ন শিলিগুড়ির অশোকনগর এলাকা। বৃহস্পতিবার রাত থেকে লাগাতার বৃষ্টি, আর তার ফলে জলমগ্ন হলো শিলিগুড়ি পুরনিগমের অশোকনগর এলাকা। এলাকাবাসীদের ক্ষোভ একটু বৃষ্টি হলেই হাঁটুজল পেরিয়ে কাজে যেতে হয় তাদের। বহু বাড়িতে জল ঢুকে গেছে। ফলে চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। পুরনিগমকে বারংবার বলা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত কোনো সুরাহা মেলেনি। যদিও শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব আশ্বাস দিয়েছেন অশোকনগরের জল সমস্যা দ্রুত সমাধান করা হবে, তবে তা কবে বাস্তবায়িত হতে চলেছে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে অশোকনগর এলাকাবাসী।

চন্দ্রযান থ্রিয়ের সফলতায় কোচবিহার শহরে বিশেষ শোভাযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভারতের চন্দ্রযান-৩ এর সফল অভিযানে খুশির হওয়া গোটা দেশজুড়ে। গতকাল চন্দ্রযান তিন মিশনে লেন্ডার বিক্রম চাঁদের মাটিতে অবতরণ করে সফলভাবে। পৃথিবীর মধ্যে ভারত প্রথম দেশ চাঁদের দক্ষিণ গোলার্ধে পৌঁছেছে। ভারতের চন্দ্রযান তিন এর সফলতায় আজ কোচবিহার সদর গভমেন্ট হাইস্কুলের ছাত্রদের নিয়ে কোচবিহার শহরে একটি শোভাযাত্রা বের করে স্কুলের শিক্ষকরা। স্কুলের পক্ষ থেকে জানানো হয় ছাত্র-ছাত্রীদের মহাকাশ সম্বন্ধে আরও উৎসাহিত করতে এবং দেশের সফলতায় তারা এই বিশেষ শোভাযাত্রার আয়োজন করেছে।

অ্যামাজনের রাখী স্টোর চালু হয়েছে ২০ অগাস্ট থেকে

কলকাতা: রাখীবন্ধন উৎসব ক্রমেই এগিয়ে আসছে। এজন্য অ্যামাজন-ডট-ইন তাদের বিশেষ রাখী স্টোর চালু করেছে। এই স্টোর ২০ অগাস্ট থেকে ৩০ পর্যন্ত খোলা থাকবে। এই সময়ে বিভিন্ন জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের বিবিধ ক্যাটাগরির পণ্যসামগ্রীতে আকর্ষণীয় অফার ও ডিলের সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন গ্রাহকরা।

অ্যামাজন রাখী স্টোর গ্রাহকদের তাদের নিজস্ব ধরণের চাহিদা অনুযায়ী লক্ষ লক্ষ পণ্যসামগ্রী থেকে উৎসবের কেনাকাটার সুযোগ এনে দিচ্ছে। যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করে সাজানো এই স্টোর থেকে গ্রাহকরা নিজেদের বাড়িতে বসে তাদের ভাইবোনদের জন্য চমৎকার উপহার কেনাকাটা করতে পারবেন। ক্রেতারা ব্যক্তিগত হ্যাম্পার ও কম্বো, ঐতিহ্যবাহী ও ডিজাইনার রাখী, গিফট কার্ড, গ্রুমিং প্রোডাক্ট, গ্রসারি ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রী, হ্যান্ডব্যাগ, সুগন্ধি, ঘড়ি, পোশাক, বাদ্যযন্ত্র, ক্যামেরা, স্মার্টফোন, জুতা, খেলনা ও বোর্ড গেমস, নানারকম চকোলেট এবং আরও অনেক কিছু উপহারের জন্য বেছে নিতে পারবেন।

উপহারের বস্তুর জন্য কেউ অ্যালেক্সাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন – 'আলেক্সা, গিভ মী আ গিফট আইডিয়া ফর রাখী' এবং রাখীবন্ধনের উপহার দেওয়া সহজ করার জন্য অ্যালেক্সার কাছ থেকে কিছু পরামর্শ নিতে পারবেন। এছাড়া, অ্যামাজন পে গিফট কার্ডও দেওয়া যেতে পারে উপহার হিসেবে।

এক্সচেঞ্জ কার্নিভাল শুরু করেছে স্কোডা অটো ইন্ডিয়া

শিলিগুড়ি: লঞ্চহল স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার এক্সচেঞ্জ কার্নিভাল। অগাস্ট মাসের জন্য লঞ্চ হওয়া এই কার্নিভালে একগুচ্ছ গ্রাহক-বান্ধব ডিল, ডিসকাউন্ট ও সার্ভিস, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ওয়ারেন্টি প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যাতে গ্রাহকদের নতুন স্কোডা গাড়ির মালিকানার অভিজ্ঞতা আরও উন্নত হতে পারে।

এক্সচেঞ্জ কার্নিভালের লক্ষ্য হল স্কোডা গাড়ি কিনতে আগ্রহী গ্রাহকদের মূল্য ও দুর্দান্ত মালিকানার অভিজ্ঞতা প্রদান করা। অগাস্টের এক্সচেঞ্জ কার্নিভাল গ্রাহকদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ওয়ারেন্টি প্যাকেজগুলির সঙ্গে একটি স্মরণীয় ও উচ্চ মূল্যের গাড়ি ক্রয় ও বিনিময়ের অভিজ্ঞতা দেবে। গ্রাহকরা ঝামেলাহীন মালিকানার অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্কোডা গাড়ি উপভোগ করতে পারবেন। এক্সচেঞ্জ কার্নিভালের আওতায় স্কোডা অটো ইন্ডিয়া ৬০,০০০ টাকা পর্যন্ত সুবিধা এবং ৭০,০০০ টাকা পর্যন্ত কর্পোরেট বেনিফিট প্রদান করবে। এই এক্সচেঞ্জ কার্নিভালে গ্রাহকরা তাদের পুরনো গাড়ির জন্য সর্বোত্তম মূল্যায়নের সুবিধা ছাড়াও সমস্ত নতুন স্কোডা গাড়ির ক্ষেত্রে ৪ বছরের জন্য কমপ্লিমেন্টারি সার্ভিস ও মেইনটেন্যান্স প্যাকেজের সুবিধা পাবেন। এছাড়াও, এই এক্সচেঞ্জ কার্নিভাল চলাকালীন গ্রাহকরা ৪,০০০ টাকা পর্যন্ত বর্ধিত ওয়ারেন্টির সুবিধা পাবেন।

ট্রুক-এর ট্রু ওয়্যারলেস ইয়ারবাড 'ক্ল্যারিটি ফাইভ'

কলকাতা: ট্রুক ক্ল্যারিটি ফাইভ (Truke Clarity Five) - ভারতের দ্রুতবর্ধনশীল টিডব্লিউএস ব্র্যান্ড ট্রুক তাদের এই সর্বাধুনিক উদ্ভাবন লঞ্চ করেছে, যা হল ভারতের প্রথম 'কলিং-সেন্ট্রিক ট্রু ওয়্যারলেস ইয়ারবাডস' (টিডব্লিউএস)। ব্ল্যাক কলারের ক্ল্যারিটি ফাইভ পাওয়া যাবে অ্যামাজন.ইন, ফ্লিপকার্ট ও ট্রুক.ইন থেকে, সীমিত সময়ের জন্য মাত্র ১৪৯৯ টাকায়।

গ্রাহকরা দেশব্যাপী ৩৫০টিরও বেশি সার্ভিস সেন্টারের নেটওয়ার্ক পাবেন, ফলে নির্বিঘ্ন ও প্রিমিয়াম আফটার-সেলস এক্সপিরিয়েন্স পাওয়া যাবে।

এনএসই-এর এমডি ও সিইও আশিষকুমার চৌহানের বক্তব্য- "আসুন আমরা ভারতকে একটি সার্বভৌম এবং সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য স্বাধীনতা যোদ্ধাদের ত্যাগ ও অবদানকে স্মরণ করে আমাদের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করি। বিশ্বের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক দেশ হিসাবে, আমরা ভারতের একটি পুনরুজ্জীবিত চেতনার প্রতি সাড়া দিয়ে, দেশের রূপান্তর, প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়ন করতে প্রস্তুত গঠন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য হয়েছি। এনএসই এখনও একটি ক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজ বিনিয়োগকারীদের ক্ষমতায়ন এবং করতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে। ক্যাপিটাল মার্কেটের উন্নয়ন, জাতি শুভ স্বাধীনতা দিবস।"

কলকাতায় নতুন ব্যাঙ্কিং আউটলেট চালু করল উৎকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক

কলকাতা: উৎকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড (ইউএসএফবিএল) কলকাতার ডালহৌসিতে তাদের নতুন ব্যাংকিং আউটলেট উদ্বোধন করেছে। এর মাধ্যমে এই রাজ্যে এই ব্যাঙ্কের আউটলেটের সংখ্যা হল ১৬। দেশের ২৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কিং আউটলেটের সংখ্যা ৮৫৬।

উৎকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও গোবিন্দ সিং বলেন, কলকাতার ডালহৌসিতে এই শাখাটি খোলার ফলে তাদের পরিষেবা ও প্রোডাক্টগুলি সর্বস্তরের গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। এর লক্ষ্য হল বিভিন্ন আর্থিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে গ্রাহকদের চাহিদা পূরণ করা, যার ফলে এই ব্যস্ত এলাকার ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও বাসিন্দাদের সুবিধা হবে।

উৎকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক গ্রাহকদের বিভিন্ন ফিনান্সিয়াল প্রোডাক্ট ও সার্ভিস দিয়ে থাকে। এগুলির মধ্যে রয়েছে: সেভিংস ও কারেন্ট অ্যাকাউন্ট, ফিক্সড ডিপোজিট ও রেকারিং ডিপোজিট, আবাসন ঋণ, ব্যবসায়িক ঋণ ও সম্পত্তির পরিবর্তে ঋণ, বিনিয়োগের সুযোগ, ইত্যাদি। শাখার মাধ্যমে প্রদত্ত পরিষেবাগুলির মধ্যে রয়েছে, ডিজিটাল ব্যাংকিং সুবিধা ও এটিএম নেটওয়ার্ক, বিনিয়োগের সুবিধা, ইত্যাদি। গ্রাহকরা শাখা, ২৪×৭ এটিএম, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং, ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্টারফেস (ইউপিআই) ও কল সেন্টারের মতো একাধিক চ্যানেলের মাধ্যমে তাদের ব্যাংকিং সংক্রান্ত প্রয়োজন মেটাতে পারেন।

উৎকর্ষ এসএফবিএল ক্ষুদ্র-ব্যাংকিং ঋণ-এর (জেএলজি লোন) মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত গ্রাহকদের আর্থিক পরিষেবা প্রদান করে। এছাড়া, এমএসএমই ঋণ ও ট্যাবলেট-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন অ্যাসিস্টেড মডেল 'ডিজি অন-বোর্ডিং'-এর মাধ্যমে গ্রাহকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে।

টেকনোর প্রথম বার্ষিক 'ওয়ার্ল্ড অফ টেকনোলজি'

আগরতলা: গত ১১ থেকে ১৩ অগাস্ট গ্লোবাল প্রিমিয়াম স্মার্টফোন ব্র্যান্ড টেকনো মোবাইল (TECNO Mobile) তাদের প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান 'ওয়ার্ল্ড অফ টেকনোলজি' (World of TECNOlogy) আয়োজন করেছিল নতুন দিল্লির ডিএলএফ অ্যাভেন্যুতে।

উদ্বোধনী দিবসে টেকনো প্রকাশ্যে আনে তাদের পোভা ৫ সিরিজ (POVA 5 series) ও মেগাবুক ল্যাপটপ (MEGA-BOOK laptop)। গত ১৪ অগাস্ট পোভা ৫ সিরিজের আবির্ভাব ঘটেছে এবং গ্রাহকরা তা শীঘ্রই পাবেন অ্যামাজন-ডট-ইন থেকে। টেকনো প্রতিবছর নতুন নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ করবে 'ওয়ার্ল্ড অফ টেকনোলজি' প্লাটফর্ম ব্যবহার করে। এই শো-এ আগত দর্শকরা টেকনোর সাম্প্রতিক লাইন-আপ প্রত্যক্ষ করতে পারবেন (যেমন ফ্যান্টম ও ক্যামঅন সিরিজ, পোভা ৫ সিরিজ ও মেগাবুক ল্যাপটপ)।

দ্য মমস কোম্পানির সঙ্গে নেহা ধুপিয়ার পার্টনারশিপ

দুর্গাপুর: ভারতের শীর্ষস্থানীয় টক্সিন-ফ্রি ও ন্যাচারাল পার্সোনাল কেয়ার ডি-টু-সি ব্র্যান্ড দ্য মমস কোম্পানি (The Moms Co) তাদের ন্যাচারাল প্রোটিন হেয়ার কেয়ার রেঞ্জের জন্য নেহা ধুপিয়াকে নিয়ে একটি নতুন ডিজিটাল ভিডিও ক্যাম্পেন লঞ্চ করেছে। এই প্রচারাভিযানে তুলে ধরা হয়েছে যে কীভাবে প্রতিটি মা এমনসব মুহূর্তের মুখোমুখি হন যখন তাদের চুল তাদের শিশুদের মজাদার খেলার স্থান হয়ে ওঠে। এই সময়ে মায়েদের মাতৃত্ব নিষ্ঠা ও ত্যাগের স্বীকৃতি প্রকাশ করে।

দ্য মমস কোম্পানির সালফেট-ফ্রি ন্যাচারাল প্রোটিন হেয়ার কেয়ার রেঞ্জ কুইনো ও গমের প্রোটিন-সমৃদ্ধ শক্তির সঙ্গে জড়িত। মাতৃত্বের রূপান্তরমূলক যাত্রাকে আপন করে নেওয়ার পাশাপাশি চুল পড়া রোধ করে চুলকে শক্তিশালী ও পুষ্ট করার আশ্বাস দেয়। দ্য মমস কোম্পানির এই প্রচারাভিযানের মাধ্যমে কোম্পানি মায়েদের পাশে থাকার জন্য তার অঙ্গীকার পুণঃজ্ঞাপণের সঙ্গে কেশ পরিচর্যার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

ক্যাম্পেনটি দ্য মমস কোম্পানির সোশ্যাল চ্যানেল - ইউটিউব ও ইনস্টাগ্রামে আত্মপ্রকাশ করার পর ডিজিটাল ও মেইনলাইন মিডিয়াতেও প্রচারিত হবে। একইসঙ্গে, মায়েদের জন্য দ্য মমস কোম্পানি ভারতের ফার্স্ট-ইন-মার্কেট রিয়েলিটি শো 'দ্য মমপ্রেনিউর শো' লঞ্চ করেছে, যা মায়েদের ক্ষমতায়িত করবে এবং তাদের ব্যবসায়িক উদ্যোগ স্থাপনের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করবে।

রয়্যাল স্ট্যাগ বুমবক্সের অরিজিনাল মিউজিক ট্র্যাক

মুম্বই: রয়্যাল স্ট্যাগ বুমবক্স নিয়ে এল এক নতুন সাঙ্গীতিক ধারা, যেখানে বলিউডের মেলোডি ও হিপ হপ একত্রিত হয়ে জেনারেশন লার্জের জন্য এক অরিজিনাল সাউন্ড সৃষ্টি করেছে। 'লিভিং ইট লার্জ' স্পিরিটের উদযাপনের মধ্য দিয়ে মণিপাল, ভুবনেশ্বর, পুণে, ইন্দোর ও দেরাদুনের হাজার হাজার সঙ্গীতপ্রেমীকে মাতিয়ে ভায়াকম১৮-এর সঙ্গে একযোগে রয়্যাল স্ট্যাগ বুমবক্স পরবর্তী পর্যায়ে লঞ্চ করছে ৪টি অরিজিনাল মিউজিক ট্র্যাক।

এবার দ্বিতীয় অরিজিনাল মিউজিক ট্র্যাক রিলিজ হচ্ছে মিউজিক ম্যাস্ট্রো অমিত ত্রিবেদী ও র‍্যাপার স্লোচিতার ইউনিক কোলাবোরেশনের মধ্য দিয়ে। নতুন গান 'মহব্বত' হল বলিউডের সুরমূর্ছনা ও হিপ-হপের তালের এক অভিনব সংমিশ্রণ, যা সম্ভব করেছেন দুই সঙ্গীতশিল্পী। এটি হল রয়্যাল স্ট্যাগ বুমবক্সের অরিজিনাল চারটি মেলোডি-হিপহপ মিউজিক ট্র্যাকের তৃতীয় রিলিজ, যা বিভিন্ন প্লাটফর্মে উপলব্ধ।

কেপটাউনে লঞ্চ হল 'মাহিন্দ্রা ওজ' ট্রাক্টর

নতুন দিল্লি: দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনে ফিউচারস্কেপ অনুষ্ঠানে মাহিন্দ্রা গ্রুপের মাহিন্দ্রা ট্রাক্টর্স লঞ্চ করল তাদের ফিউচার-রেডি রেঞ্জের ট্রাক্টর - 'মাহিন্দ্রা ওজ' (Mahindra OJA)। 'ওজ' হল মাহিন্দ্রার গ্লোবাল লাইটওয়েট ট্রাক্টর প্লাটফর্ম। এটি নির্মিত হয়েছে মাহিন্দ্রা রিসার্চ ভ্যালি (ইন্ডিয়া), আর-অ্যান্ড-ডি সেন্টার ফর মাহিন্দ্রা এএফএস এবং মিৎসুবিশি মাহিন্দ্রা এগ্রিকালচার মেশিনারি'র (জাপান) সম্মিলিত উদ্যোগে। এজন্য বিনিয়োগ করা হয়েছে ১২০০ কোটি টাকা। লাইটওয়েট ৪ডব্লিউডি ট্রাক্টর ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পরিবর্তন ঘটিয়ে ট্রাক্টর টেকনোলজিতে যুগান্তকারী উদ্ভাবন হিসেবে এসেছে মাহিন্দ্রা ওজ ট্রাক্টর। কেপটাউনে মাহিন্দ্রা তাদের নতুন ট্রাক্টর উপস্থিত করেছে ৩টি ওজ প্লাটফর্মে – সাব-কমপ্যাক্ট, কমপ্যাক্ট ও স্মল ইউটিলিটি প্লাটফর্ম। ৪ডব্লিউডি'কে স্ট্যান্ডার্ড করে ভারতের বাজারে মাহিন্দ্রা লঞ্চ করেছে ৭টি নতুন ট্রাক্টর মডেল – কমপ্যাক্ট ও স্মল ইউটিলিটি

প্লাটফর্মে। এই মডেলগুলির রেঞ্জ ২০এইচপি থেকে ৪০এইচপি।

মাহিন্দ্রা ওজ ট্রাক্টর রেঞ্জ তৈরি হবে কেবলমাত্র তেলেঙ্গানার জাহিরাবাদে মাহিন্দ্রার অত্যাধুনিক ট্রাক্টর কারখানায়। ভারতে যাত্রা শুরুর পর 'ওজ' রেঞ্জের ট্রাক্টর লঞ্চ করা হবে উত্তর আমেরিকা, আসিয়ান (ASEAN), ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইউরোপ ও সার্ক (SAARC) অঞ্চলে। আসিয়ান রিজিয়নে যাত্রা শুরু হবে ২০২৪ সালে, থাইল্যান্ড থেকে।

দৃষ্টি সক্ষমতা বাড়াতে উদ্যোগী ওকলে ও রোহিত শর্মা

নতুন দিল্লি: শীর্ষস্থানীয় পারফর্ম্যান্স আইওয়্যার ব্র্যান্ড ওকলে (Oakley) ও খ্যাতনামা ক্রিকেটার তথা ওকলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর রোহিত শর্মার সম্পর্ক স্থাপিত হল ওয়ানসাইট এসিলরলাক্সোটিকা ফাউন্ডেশনের (OneSight EssilorLuxottica Foundation) সঙ্গে। এর উদ্দেশ্য, ভাল দৃষ্টিশক্তির গুরুত্ব বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং যারা এখনও সঠিক ভিশন কেয়ারের সুবিধা থেকে বঞ্চিত তাদের সেই সুবিধা প্রদান করা।

গুরুগ্রামে সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে প্রায় ১০০০ জন ১০ থেকে ১৫ বছর বয়সী স্কুলপড়ুয়া তাদের দৃষ্টির সক্ষমতা পরীক্ষার জন্য আই ক্লিনিকে অংশ নিয়েছিল। রাইজ ওয়ার্ল্ডওয়াইড (RISE Worldwide) পরিচালিত এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে রোহিত শর্মা বলেন, ওকলে ও ওয়ানসাইটের এই উদ্যোগের অংশ হতে পেরে তিনি আনন্দিত। শিশুরা-সহ সকলের ভিশন কারেকশনের ব্যাপারে সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ওকলে ও ওয়ানসাইট এসিলরলাক্সোটিকা ফাউন্ডেশনের এই উদ্যোগ এক সঠিক পদক্ষেপ।

এসিলরলাক্সোটিকা সাউথইস্ট এশিয়া'র কান্ট্রি হেড নরসিংহন নারায়ণন বলেন, সকলের জন্য ভিশন কেয়ারের নিশ্চয়তা প্রদানে তারা সংকল্পবদ্ধ, কারণ এর ওপরে সার্বিক উন্নয়ন ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নির্ভর করে। এসিলরলাক্সোটিকা'র হেড অফ মিশন এবং ওয়ানসাইট এসিলরলাক্সোটিকা ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট অনুরাগ হংস বলেন, রোহিত শর্মা, ওকলে ও ফাউন্ডেশনের সমন্বয় ভিশন কেয়ারের সুবিধা প্রদান করে মানুষের জীবনে খেলাধূলার পরিবর্তনকামী ক্ষমতায় বদল ঘটাবে। ভারত ও বিশ্বের অন্যত্র তারা তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন বলে তিনি জানান।

এনএসই ফাউন্ডেশন সেনাবাহিনীর ৯২ বেস হাসপাতালে সিটি স্ক্যান উইং স্থাপন করল

শিলিগুড়ি: ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের (এনএসইআইএল) সিএসআর কর্মসূচির বাস্তবায়ন শাখা এনএসই ফাউন্ডেশন জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৯২ বেস হাসপাতালে একটি সিটি স্ক্যান উইং স্থাপন করল। লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই (১৫ কোর কমান্ডার) এবং এনএসইআইএল-এর এমডি ও সিইও আশিসকুমার চৌহানের উপস্থিতিতে সিটি স্ক্যান উইং উদ্বোধন করেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা।

শ্রীনগরের ৯২ বেস হাসপাতালটি একটি ৫৯৮ শয্যাবিশিষ্ট মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল। এখানে যে সরঞ্জাম প্রদান করা হয়েছে তা হল নতুন মডেলের জিই (রেভোলিউশন ম্যাক্সিমা), যা একটি পাওয়ারফুল, হাই-পারফর্মিং ও নির্ভরযোগ্য সিটি স্ক্যানার।

লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা বলেন, সিটি স্ক্যানের সরঞ্জামসহ নতুন উইংটি সকলের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংযোজন। এটি এই হাসপাতালে রোগীদের চিকিত্সা ব্যবস্থা ও ফলাফলে এক বাস্তবসম্মত পার্থক্য এনে দেবে। এনএসই ফাউন্ডেশন হাসপাতালে উপলব্ধ সুবিধাসমূহের উন্নয়নে এই পদক্ষেপ নেওয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

১৫ কোর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই বলেন, এনএসই ফাউন্ডেশনের এই উদ্যোগ ৯২ বেস হাসপাতালের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য প্রযুক্তিগতভাবে উন্নততর পরিকাঠামো তৈরি করবে। তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এই কাজের জন্য এনএসই ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানান।

এনএসই-র এমডি ও সিইও আশিসকুমার চৌহান বলেন, এনএসই সশস্ত্র বাহিনীর স্বার্থে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যারা নিঃস্বার্থভাবে দেশরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। দেশরক্ষার কাজে

নিয়োজিত সৈন্যদের কল্যাণে অবদান রাখার এই সুযোগ পেয়ে এনএসই সম্মানিত বোধ করছে, যারা দেশের জাতীয় সীমানা সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রতিদিন তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কর্তব্য পালন করেন। তার আশা, তাদের এই উদ্যোগ জম্মু ও কাশ্মীরের সেনাকর্মীদের পাশাপাশি বেসামরিক নাগরিকদের চিকিৎসা পরিষেবার প্রয়োজনও মেটাতে পারবে।

টাটা এআইএ চালু করল প্রো-ফিট

আসানসোল: ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় জীবন বীমা সংস্থা টাটা এআইএ লাইফ ইন্স্যুরেন্স (টাটা এআইএ লাইফ) চালু করল টাটা এআইএ প্রো-ফিট। এটি একটি উদ্ভাবনী ও পার্সোনালাইজড হেলথ সলিউশন, যা একজনের অনন্য চাহিদা পূরণ করতে পারে। এই প্ল্যানের মাধ্যমে চিকিত্সা ব্যয় এবং স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য বিস্তৃত কভারেজ পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে সম্পদ সৃষ্টির সুযোগও মেলে, যা দ্বিগুণিত হয়ে হেলথ এমার্জেন্সি ফান্ডে পরিণত হয়।

টাটা এআইএ প্রো-ফিট প্রদত্ত সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে: (১) ১৩০টিরও বেশি সার্জারি, ডে-কেয়ার পদ্ধতি ও ৫৭টি গুরুতর অসুস্থতার কভারেজ, (২) ভারতের নেটওয়ার্ক হাসপাতালগুলিতে ক্যাশলেস ক্লেম সার্ভিস, (৩) ২৫০০০ টাকা পর্যন্ত ডায়াগনস্টিক পরীক্ষার জন্য অর্থ প্রদান, (৪) ভারত ও ৪৯টি দেশে চিকিত্সা সম্পর্কিত ব্যয়ের কভারেজ, (৫) ওভারসিজ ট্রিটমেন্ট বুস্টারের মাধ্যমে বিদেশে গুরুতর অসুস্থতার চিকিত্সার জন্য ১০০০০০০ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান, (৬) চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য ট্যাক্স-ফ্রি রিডেম্পশন, (৭) নারী ও তরুণবয়সীদের তাদের স্বাস্থ্যের জন্য বিনিয়োগ শুরু করতে উৎসাহিত করা, (৮) ট্রান্সজেন্ডারদের জন্য 'প্রাইড' ডিসকাউন্ট, (৯) ভাইটালিটি অ্যান্ড মেডিক্স প্রোগ্রামের সঙ্গে হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস বেনিফিট, (১০) মেডিকেল রিপোর্টের ফটোকপি গ্রাহ্যকরণ।

প্রো-ফিট পলিসিহোল্ডারদের ইউএলআইপি তহবিলের আওতায় মার্কেট-লিংকড রিটার্ন দিয়ে তাদের বিনিয়োগ বাড়ানোর সুযোগ দেওয়া হয়। পলিসিহোল্ডাররা ১০০ বছর বয়স অবধি সমস্ত সুবিধা উপভোগ করতে পারেন। এছাড়াও, স্মার্ট লেডি ডিসকাউন্টস-এর মাধ্যমে মহিলা পলিসিহোল্ডারদের প্রথম বছরের রাইডার প্রিমিয়ামে ২% ছাড় ও ইউলিপ ফান্ডে ০.৫% অতিরিক্ত ইউনিট প্রদান করা হয়। ৩০ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই প্ল্যানটি কিনলে প্রিমিয়ামের উপর অতিরিক্ত ২% ডিসকাউন্ট পাবেন গ্রাহকরা। প্রথম বছরের জন্য ট্রান্সজেন্ডার গ্রাহকদের জন্য ২% 'প্রাইড' ডিসকাউন্টও দেওয়া হয়।

ইয়োটার সঙ্গে পার্টনারশিপে ভি বিজনেস-এর ডেটা সেন্টার কোলোকেশনকে শক্তিশালী হবে

মুম্বই: শীর্ষস্থানীয় টেলিকম অপারেটর ভোডাফোন আইডিয়ার এন্টারপ্রাইজ শাখা ভি বিজনেস তাদের ডেটা সেন্টার কোলোকেশন ও ক্লাউড সার্ভিস পোর্টফোলিও বাড়ানোর জন্য ইয়োটা ডেটা সার্ভিসেসের সঙ্গে এক পার্টনারশিপে আবদ্ধ হয়েছে।

এই পার্টনারশিপের শর্তানুসারে ভি বিজনেস তাদের 'এক্সটেন্সিভ মার্কেট প্রেজেন্স' আরও বাড়িয়ে তুলবে ইয়োটা'র উচ্চমানের ডেটা সেন্টার, ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও সার্ভিস ডেলিভারি ক্যাপাবিলিটি'র সাহায্যে, যা ভারতীয় ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলির ডিজিটাল রূপান্তর যাত্রায় সহায়তা করবে। ভি বিজনেস তাদের এন্টারপ্রাইজ কাস্টমারদের ইন্টিগ্রেটেড কানেক্টিভিটি, ক্লাউড ও সিকিউরিটি সলিউশন প্রদানের জন্য ইয়োটার সঙ্গে তাদের সমন্বয়কে কাজে লাগানোর দিকে লক্ষ্য রাখবে। ভারতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ইয়োটার অত্যাধুনিক, হাইলি-কমপ্লায়েন্ট ও সিকিয়োর হাইপারস্কেল ডেটা সেন্টারের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক রয়েছে, যেমন নভি মুম্বাইয়ে ইয়োটা এনএম১, ইয়োটা টিবি১ ও টিবি২, গ্রেটার নয়ডায় ইয়োটা ডি১।

নতুন ডিজাইনের প্যাকে হিমানি বেস্ট চয়েস রিফাইন্ড সয়াবিন তেল

শিলচর: ইমামি এগ্রোটেক লিমিটেডের জনপ্রিয় ভোজ্য তেল ব্র্যান্ড হিমানি বেস্ট চয়েসের রিফাইন্ড সয়াবিন অয়েলকে এক সম্পূর্ণ নতুন ডিজাইনের প্যাকে নিয়ে আসা হয়েছে। এপ্রসঙ্গে ইমামি এগ্রোটেক লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট (মার্কেটিং) দেবাশিস ভট্টাচার্য বলেন, "প্রতিটি সফল ব্র্যান্ডকে সচল থাকার জন্য সময়ের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়। এজন্য আমরা হিমানি বেস্ট চয়েস রিফাইন্ড সয়াবিন অয়েল ব্র্যান্ডের এক নতুন স্মার্ট ও কনটেম্পোরারি লুক নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি, এই পরিবর্তনের ফলে বাজারে আমাদের অবস্থান আরও মজবুত হবে।"

নতুন প্যাকের হিমানি বেস্ট চয়েস রিফাইন্ড সয়াবিন অয়েল এক নতুন ডিজাইন এলিমেন্ট নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। নতুন ডিজাইনের প্যাকেও ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর সলমন খানের ছবিসহ এই ব্র্যান্ডের ট্যাগলাইন "সোয়াদ মেঁ হিট, বাজেট মেঁ ফিট" বজায় থাকছে।

২০১৪ সালে লঞ্চ হওয়া হিমানি বেস্ট চয়েস ভোজ্য তেল হল ভারতের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল ভোজ্য তেলের ব্র্যান্ডগুলির অন্যতম। এর শক্তপোক্ত অবস্থান রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, উত্তরপূর্বাঞ্চল, ইউপি, বিহার, ঝাড়খন্ড, বিদর্ভ, ছত্তিশগড়, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের কিয়দংশে। এটি ভোজ্য তেলের এক জনপ্রিয় ব্র্যান্ড যার সম্ভারে রয়েছে বিভিন্ন প্রোডাক্ট, যেমন রিফাইন্ড সয়াবিন, পামোলিন ও সানফ্লাওয়ার অয়েল। হিমানি বেস্ট চয়েস ভোজ্য তেলের কনজিউমার প্যাকগুলি বিভিন্ন এসকিইউ সাইজে, যেমন ১ লিটার ও ৫০০ মিলিলিটার পাউচ, পেট বোতল ও ৫ লিটার জারের ফ্যামিলি প্যাকে পাওয়া যায়।

ইমামি গ্রুপের কোম্পানি ইমামি এগ্রোটেক লিমিটেড ব্র্যান্ডেড ফুড ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে। এই কোম্পানি উৎপাদন করে একাধিক সুপরিচিত ব্র্যান্ডের ভোজ্য তেল, যেমন ইমামি হেলদি অ্যান্ড টেস্টি ও হিমানি বেস্ট চয়েস, রসোই ব্র্যান্ডের বনস্পতি, স্পেশাল্টি ফ্যাট ব্র্যান্ড বেক ম্যাজিক। গ্লোবঅয়েল ইন্ডিয়া অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে ২০১৬ সাল থেকে ইমামি এগ্রোটেক ভারতীয় ভোজ্যতেল শিল্পে তার অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মানের সঙ্গে একাধিক পুরস্কার পেয়েছে।

টিকেএম-এর ৫ বছরের কমপ্লিমেন্টারি রোডসাইড অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম

কলকাতা / শিলিগুড়ি: টয়োটা কির্লোস্কর মোটর (টিকেএম) তাদের নতুন গাড়ি কেনার দিন থেকে ৫ বছরের জন্য কমপ্লিমেন্টারি রোডসাইড অ্যাসিস্ট্যান্স (আরএসএ) প্রোগ্রাম চালু করেছে। এই আরএসএ প্যাকেজটি কেবলমাত্র ব্রেকডাউনের ক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য নয়, এর লক্ষ্য প্রতিটি টয়োটা গাড়ির মালিককে আশ্বাস, সুবিধা ও সুরক্ষা প্রদান করা।

২০১০ সালে চালু হওয়া আরএসএ প্রোগ্রামটি টিকেএম-এর গ্রাহক-কেন্দ্রিক পদ্ধতির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এর মাধ্যমে গ্রাহকদের তাদের জরুরী প্রয়োজনের সময় তাত্ক্ষণিকভাবে রাস্তার পাশে সহায়তা প্রদান করা হয়। নতুন ভেহিকেল প্যাকেজের অঙ্গ হিসেবে এই পরিষেবাটি ব্রেকডাউন ও দুর্ঘটনার সময়ে ভেহিকেল টোয়িং, ডেড ব্যাটারির জন্য জাম্প স্টার্ট, টায়ার পাংচার মেরামত, জ্বালানী কমে যাওয়ার অবস্থায় সহায়তা ও গাড়ির মূল সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে সহায়তা জোগাবে। পাশাপাশি, ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত দূরত্বের জন্য ট্যাক্সির ব্যবস্থাও করা হবে।

আরএসএ উদ্যোগের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল 'ফাইন্ড মি' ফিচার, যা গ্রাহকদের প্রয়োজনের সময় তাত্ক্ষণিকভাবে অবস্থান চিহ্নিত করে এবং গ্রাহক-সহায়তা টিমগুলির কাছ থেকে দ্রুত সাড়া পাওয়া নিশ্চিত করে। পার্সোনাল সাপোর্টের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সুবিধা হিসেবে 'ভেহিকেল কাস্টোডিয়ান সার্ভিস' চালু করা হয়েছে, যাতে গ্রাহকরা তাত্ক্ষণিকভাবে রোডসাইড অ্যাসিস্ট্যান্স-এর প্রয়োজনে সহায়তা পেতে পারেন এবং নির্বিঘ্নে তাদের যাত্রা অব্যাহত রাখতে পারেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য বিশেষ উ দ্যোগের সূচনা করলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান

নতুন দিল্লি: উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি শক্তিশালী দক্ষতা-কেন্দ্রিক ও ইন্ডাস্ট্রি-রেডি ইকোসিস্টেম তৈরি করতে শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি, পর্যটন ও উত্তরপূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি 'ট্রান্সফর্মিং লাইফস, বিল্ডিং ফিউচার্স: স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রিনারশিপ ইন নর্থ-ইস্ট' নামে একটি বিশেষ উদ্যোগের সূচনা করেছেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ভারত সরকারের শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, ভারত সরকারের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পর্যটন, সংস্কৃতি ও উন্নয়ন মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি, দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা, ইলেকট্রনিক্স ও আইটি প্রতিমন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর, আসামের জনস্বাস্থ্য কারিগরী, দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা ও পর্যটন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবরুয়া, নাগাল্যান্ডের শ্রম, কর্মসংস্থান, দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা এবং আবগারি বিভাগের উপদেষ্টা মাওতোশি লংকুমার (এমএলএ), সিকিমের জনস্বাস্থ্য কারিগরী ও জল সুরক্ষা, জলসম্পদ ও নদী উন্নয়ন, দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা দফতরের সচিব ভীম হাং লিম্বু এবং দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রকের সচিব অতুল কুমার তিওয়ারি।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, "আমরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যুবক-যুবতীদের ক্ষমতায়নের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, তাদের মধ্যে কেবল কর্মসংস্থানের দক্ষতাই নয়, বরং একটি উদ্যোক্তাসুলভ মানসিকতাও তৈরি করার চেষ্টা করে চলেছি যা শিল্পের বিবর্তনশীল চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উত্তরপূর্বাঞ্চলের জন্য বিশেষ প্যাকেজের অংশ হিসেবে এই দক্ষতা-কেন্দ্রিক উদ্যোগগুলির উদ্বোধন একটি রূপান্তরমূলক ও জীবন-পরিবর্তনকারী প্রচেষ্টা হতে চলেছে। আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির জন্য এই বিশেষ দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা উদ্যোগ চালু করতে পেরে আমি আনন্দিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উন্নত ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য একটি শক্তিশালী দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি প্রয়োজন। সম্পূর্ণ সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা আমাদের তরুণদের সক্ষমতা বাড়াতে ও ভারতকে বিশ্বের 'স্কিল ক্যাপিটাল'-এ পরিণত করতে কাজ করছি।"

'ট্রান্সফর্মিং লাইফস - বিল্ডিং ফিউচার্স: স্কিল অ্যান্ড এন্টারপ্রিনারশিপ ডেভেলপমেন্ট ইন নর্থ-ইস্ট' শীর্ষক বিশেষ উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে: (১) প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার (পিএমকেভিওয়াই) আওতায় ২ লক্ষ দক্ষতা প্রশিক্ষণ, (২) ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ প্রোমোশন স্কিমের (এনএপিএস) অধীনে ৩০,০০০ শিক্ষানবিশ নিয়োগ, (৩) জন শিক্ষণ সংস্থানের (জেএসএস) অধীনে ২০,০০০ জনকে দক্ষ করে তোলা, (৪) স্কিল স্ট্রেংথেনিং ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভ্যালু এনহ্যান্সমেন্ট-এর (স্ট্রাইভ) অধীনে আইটিআই-গুলির গুণগত মান বৃদ্ধি করা, (৫) পলিটেকনিকগুলিকে শক্তিশালী করা, (৬) সংকল্প-এর আওতায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিশেষ ধরণের চাহিদাগুলির জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে, (৭) বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর জন্য স্কিল ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার স্থাপন করা।

কোচবিহার ডিএসএ এর মহিলা ফুটবল ক্যাম্প

পার্থ নিয়োগী: শুরু হল কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার মহিলাদের ফুটবল ক্যাম্প। গত ১২ আগস্ট কোচবিহার স্টেডিয়ামে শুরু হল এই ক্যাম্প। কোচবিহার সদরের ১ নং ও ২ নং ব্লকের মহিলারা এতে অংশ নেবে। সোম, বুধ, শুক্র সপ্তাহে তিনদিন করে এই ক্যাম্প হবে বলে জানান জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সুব্রত দত্ত। কোচের দায়িত্বে আছে প্রণব দাস। মহিলা ফুটবলার তুলে আনার লক্ষেই এই ক্যাম্পের আয়োজন।

অভিনব স্বাধীনতা দিবস পালন হেরিটেজ রাইডার্স সোসাইটির

পার্থ নিয়োগী: হেরিটেজ রাইডার্স সোসাইটি কোচবিহারের তরফে অভিনবভাবে ওয়ান ডে ওয়ান রাইডের মধ্যে দিয়ে কাকরিবাড়ি গ্রীনহোম নার্সারির সামনে সকাল ৯ টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হল। এরপর রাইডার্স সোসাইটির সদস্যরা আলিপুরদুয়ার হয়ে পৌঁছে যায় শামুকতলা রায়ডাক গ্রাম পঞ্চায়েতে। পঞ্চায়েত কার্যালয়ের পাশে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩০০ ছাত্র-ছাত্রীর হাতে পড়াশোনার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া চলার পথে নানান জায়গায় সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের উপর প্রচার চালানো হয় তাদের তরফে।

সেরা জুগিপাড়া একাদশ

বিশেষ সংবাদদাতা: ভোটবাড়ি ধনীরবাড়ি অনূর্ধ্ব-১৪ ফুটবল টুর্নামেন্ট কমিটির একদিবসীয় ৪ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল জুগিপাড়া একাদশ। ভোটবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ২-১ গোলে জিতেছে ধনীরবাড়ি একাদশের বিরুদ্ধে। নির্ধারিত সময় ছিল গোলশূন্য। জুগিপাড়ার রাকেশ রায় ও মনোজ রায় টাইব্রেকারে সফল হয়েছেন। ধনীরবাড়ির সফিউল ইসলামও বল জালে রেখেছেন। ম্যাচের সেরা শাহিন হক।

কোচবিহার ফুটবল লিগ জিতল কোতয়ালি পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত সুপার লিগ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল কোতয়ালি পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব। রানার্স হয় ভারতী সংঘ ক্লাব ও পাঠাগার। গত ১৪ আগস্ট কোচবিহার স্টেডিয়ামে এই দুই দল চূড়ান্ত পর্বের খেলায় মুখোমুখি হয়। কর্দমাক্ত এই মাঠে গোলশূন্য অবস্থায় খেলা শেষ হয়। কিন্তু পয়েন্টের বিচারে এগিয়ে থাকায় পুলিশ দল চ্যাম্পিয়ন হয়। এদিনের খেলার ম্যান অফ দি ম্যাচ হন ভারতী সংঘের অনিকেত সাংমা। প্রতিযোগিতার সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন কোতয়ালি পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সুপেন মারাক। ১১ টি গোল করে প্রতিযোগিতার

সর্বোচ্চ গোলদাতা হন কোতয়ালি পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিবা রাউত। ফেয়ার প্লে ট্রফি পায় ভানুদয়াল মিশন একাডেমি। এদিন পুরস্কার তুলে দেন পুরসভার পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের আধিকারিক বিবি লেপচা, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সুব্রত দত্ত, শিল্পপতি রাজু ঘোষ প্রমুখ।

বীণামোহিতের ফুটবল ও কাবাডি

পার্থ নিয়োগী: বীণামোহিত মেমোরিয়াল স্কুল আয়োজন করেছিল ৪ দলীয় ফুটবল ও ৩ দলীয় কাবাডি প্রতিযোগিতা। এবার ছিল এই প্রতিযোগিতার দ্বিতীয়বর্ষ। ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল শ্রী হিন্দি বিদ্যালয়। ২০ আগস্ট ফাইনালে শ্রী হিন্দি বিদ্যালয় ৩-০ গোলে আয়োজকদের পরাস্ত করে। ফাইনালে রোহন মাহালি দুটি গোল করেন। নিখিল প্রসাদ একটি গোল করেন। বীনামোহিতের দীপম সাহা প্রতিযোগিতার সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন। অন্যদিকে ৩ দলীয় কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন হয় বীণামোহিত মেমোরিয়াল স্কুল। ফাইনালে তারা শ্রী হিন্দি বিদ্যালয়কে ৬৫-২৭ পয়েন্ট ব্যবধানে পরাজিত করে। ম্যাচের সেরা ও সেরা রাইডার বীণামোহিতের মৌমিতা রায়। এদিন পুরস্কার তুলে দেন ফুটবলার বিকাশ নার্জিনারি, বীণামোহিতের প্রিন্সিপাল মীনা রায় এবং বীনামোহিতের চেয়ারম্যান সুব্রত ধর।

মিজোরামের ঘটনায় দুই লক্ষ টাকা করে অনুদানের ঘোষণা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: মিজোরামে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত মালদার পরিযায়ী শ্রমিকের অসহায় পরিবারবর্গকে দুই লক্ষ টাকা করে সরকারি অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। উল্লেখ্য, বুধবার সকালে মিজোরাম রাজ্যে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। নির্মীয়মান রেলসেতু ভেঙে মালদার পরিযায়ী ২৩ জন শ্রমিকের মৃত্যুর খবর মেলে। এর মধ্যে ১৬ জনই রতুয়া-২ নং ব্লকের। রতুয়া-২ নং ব্লকের ১৬ জন মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের মধ্যে শুধুমাত্র পুখুরিয়ার চৌদুয়ার গ্রামেই রয়েছেন ১৪ জন। বৃহস্পতিবার সকালে সেই গ্রামেই প্রথমে ছুটে যান রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। সঙ্গে ছিলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, বিধায়ক সমর মুখার্জি, আব্দুর রহিম বক্সী সহ আরও অনেকেই। তারা মৃতদের পরিবারবর্গের সঙ্গে দেখা করেন। তাদের সব ধরনের সরকারি সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সেই সঙ্গে মৃতদের প্রত্যেক পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা সরকারি অনুদান প্রদানের ঘোষণা করা হয়।

সেরা জেনকিন্স প্রাক্তনী

পার্থ নিয়োগী: ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত চার দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল জেনকিন্স স্কুল প্রাক্তনী। প্রতিযোগিতায় জেনকিন্স ছাড়া অংশ নিয়েছিল বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ নৃপেন্দ্রনারায়ণ হাইস্কুল এবং রামভোলা হাইস্কুল। প্রথম সেমিফাইনালে জেনকিন্স ২-০ গোল ব্যবধানে রামভোলা হাইস্কুল প্রাক্তনী দলকে পরাজিত করে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ ২-১ গোল ব্যবধানে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয় দলকে পরাজিত করে। এরপর ফাইনালে গত ২০ আগস্ট জেনকিন্স স্কুল প্রাধান্য রেখে ৪-০ গোল ব্যবধানে বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। ফাইনালে জেনকিন্সের উদীপ নারায়ণ ঈশোর ও অনুভব ধর জোড়া গোল করেন। পুরস্কার তুলে দেন প্রবীণ ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্য ও সম্পাদক করেন বর্মন।

চকচকায় রোড রেস

কোচবিহার: স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে চকচকা ক্লাব ও পাঠাগারের সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার রোড রেসে প্রথম হলেন আতোয়ার মিয়াঁ (২২.৪৪ মিনিট)। মঙ্গলবার খাপাইডাঙ্গা থেকে চকচকা পর্যন্ত রোড রেসে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে বিপ্লব দাস (২৩.১৯ মিনিট) ও সৌরভ ভৌমিক (২৪.২ মিনিট)। পাঠাগারের সচিব মানস পাল জানিয়েছেন, প্রায় দুই শতাধিক প্রতিযোগী রেসে অংশ নিয়েছে।

জয়ী পুলিশ

বিশেষ সংবাদদাতা: খেলা হবে দিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্রীতি ফুটবলে জিতল মেখলিগঞ্জ পুলিশ একাদশ। তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে মেখলিগঞ্জ পুরসভা একাদশকে হারিয়েছে। নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল ক্লাবের মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। ম্যাচের সেরা মেখলিগঞ্জ পুলিশের সিআই পূরণ রাই।

চ্যাম্পিয়ন বিবাদী সংঘ

শিলিগুড়ি: বিবাদী সংঘের অনূর্ধ্ব-১২ ছেলেদের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল আয়োজকরা। ফাইনালে তারা ১-০ গোলে উইনার্স ফুটবল কোচিং সেন্টারকে হারিয়েছে। গোল করে ফাইনালের সেরা আয়ুষ্মান দেবনাথ। সেরা প্রতিশ্রুতিবান ফুটবলারের পুরস্কারও তার দখলে গিয়েছে। প্রতিযোগিতার সেরা অভয় মুন্ডা। সর্বাধিক গোল স্কোরার আল নিশান ইসলাম। সেরা ডিফেন্ডার অবিনাশ মণ্ডল। সেরা গোলকিপার বিভাকর অধিকারী। ফেয়ার প্লে ট্রফি পেয়েছে সরোজিনী সংঘ। অন্যদিকে, একদিনের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল কচি ভেটারেন্স। তারা ফাইনালে সাডেন ডেথে ৮-৭ গোলে ওয়াইএমএ-র বিরুদ্ধে জয় পায়। ফাইনালের সেরা সুবন সূত্রধর। প্রতিযোগিতার সেরা শশাঙ্ক চন্দ। সেরা গোলকিপার জয় দত্ত। সর্বাধিক গোল স্কোরার আকাশ দাস।

দ্বিতীয় রাউন্ডে রতন-বিকাশ

শিলিগুড়ি: উত্তরঙ্গ ব্রিজ সংস্থার সহযোগিতায় আর্য সমিতির অকশন ব্রিজে মঙ্গলবার প্রথম রাউন্ডের খেলা হল। দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন রতন সাহা-বিকাশ চৌধুরী, বাবুল পালচৌধুরী-দিলীপ হালদার, দেবাশিস কর-সুবোধ অধিকারী, অভিজিৎ হালদার-রামকৃষ্ণ রায়, এসপি ব্যানার্জি-দিলীপ সাহা, শিবু দাস- শুভেন্দু হালদার, বাবলু মালাকার- সুখেন দাস, শ্যামল দাস-প্রদীপ রায় ও সৌমিত্র রাহা-অরূপ ঘোষ।

জয়ী সাহুডাঙ্গি

শিলিগুড়ি: কান্তিভিটা মহিপাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ফুটবলে মঙ্গলবার সাহুডাঙ্গি টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে গয়াগঙ্গাকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। কান্তিভিটা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে সাহুডাঙ্গির অপন রায় ও গয়াগঙ্গার প্রবীণ কেরকাট্টা গোল করেন। রবিবার উদ্বোধনী ম্যাচে মিশন মহিপাল ১-০ গোলে তারাবাড়ির বিরুদ্ধে জয় পায়। অনুপ ছেত্রী গোল করেন। বুধবার খেলবে ঘোষপুকুর ইয়ুথ ক্লাব ও হেচারী জনপ্রিয় স্পোর্টিং ক্লাব।

হ্যাটট্রিক রোমানের

শিলিগুড়ি: বড়পথু মিলন সংঘের উপেন দাস ও সুরেন্দ্রনাথ সিংহ ট্রফি ফুটবলে মঙ্গলবার গৌতম এফসি বড়পথু ৬-১ গোলে কালামজোত আদিবাসী স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। মিলনের মাঠে গৌতমের রোমান ভুজেল হ্যাটট্রিক করেন। জোড়া গোল বিকি রায়ের। তাদের অন্যটি বিকু ওরাওঁয়ের। কালামজোতের গোলটি নিতেন লামার। বুধবার খেলবে চাঁদমুনি ও কাওয়াখালি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96